সেনাপতি-সংহার কাব্য।

OR

THE MANIPUR TRAGEDY

প্রথমভাগ।

সেনাপতি টেকেন্দ্রজিত।

কলিকাতা।

১৯৬ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট, কহিনুর প্রেসে
শ্রীমহেন্দ্রলাল পাত্র দ্বারা মুদ্রিত।

Go little book, God send thee good passage
And specially let this be thy prayere
Unto them all that thee will read or hear
Where thou wrong, after their help to call
Thee to correct in any part or all

Chaucer

ভূমিকা।

সেনাপতি সংহার কাব্যের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। কিরূপে স্বর্গীয় মহারাজা শূরচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হইয়া দেশত্যাগী হইলেন, কিরূপে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কুলচন্দ্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজকার্য্য সমাহিত করিলেন, কিরূপে সেই ঘোরতর বিদ্রোহ শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভীষণ বিপদের সূত্রপাত করিল, কিরূপে মহাত্মা কুইণ্টন, গ্রীমউড ও স্কীন ক্ষিপ্তপ্রায় মণিপুরী সৈন্য কর্ত্তৃক ব্যাপাদিত হইলেন, কিরূপে ধীমান টেকেন্দ্রজিত রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া স্বদেশবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতাগণকে নয়ন জলে ভাসাইয়া অপ্রাপ্তবয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, কিরূপে মহারাজ কুলচন্দ্র প্রিয় বন্ধুবান্ধব ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া দ্বীপান্তর গমন করিলেন, সেই সেই বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত অঘোরনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া স্বীয় সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে স্কুলবুক কমিটির মহামহিম সভ্যগণ কর্ত্তৃক ইহা সমাদরে গৃহীত হইয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

২০ সে সেপ্টেম্বর ১৮৯২ } গ্রন্থকার।
সাং খড়দহ।

সেনাপতি-সংহার কাব্য।

প্রথম সর্গ।

তমিস্রপূরিত ঘোর গভীর রজনী ,
নিদ্রার কোমল কোলে মানব-মণ্ডলী
পরিশ্রান্ত কলেবর দিয়াছে ঢালিয়া।
বিশাল-পাদপশাখে মুদিয়া নয়ন,
বিহগবিহগী-কুল লভিছে বিশ্রাম।
মর্ম্মরিয়া পত্রকুল মারুতহিল্লোলে
নিশিথনিস্তব্ধ-ধরা করিছে ধ্বনিত।
বিপণী-আপণ-শ্রেণী রাজপথশোভী,
জনতাবর্জ্জিত, এবে শান্তির নিলয়।
নিশাক্রান্ত শ্রান্ত পান্থ পাতিয়া বসন,
অদূরে সোপানোপরি নিদ্রায় মগন।
বিশালতোরণ-শোভী ক্ষীণ দীপালোকে,
নাহি হাসে চারুহাস মোহন প্রাসাদ।
উড়িছে পেচকরাজ প্রাসাদশিখরে,

সুষুপ্ত সম্রাজে, ঘোরশ্রুতি-কটু-রবে,
সমূহ বিপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপি সঘন।
নীবব প্রাসাদ এবে এ ঘোব নীশিঁথে ;
অবসাদে অঙ্গ ঢালি পুবনাবী-ব্রজ
বিলুপ্ত-চেতন সবে গভীর নিদ্রায়।
বালকবালিকা-বৃন্দ সহজঅস্থিব,
মায়াবী নিদ্রাব কোলে কবিছে বিহাব।
নুপুবকিঙ্কিনী-বোলে নাহি বাজে পুবী ,
কামিনীকোকিল-কণ্ঠ বিমোহন ভাষ.
শ্রবণবিবরে নাহি পশে এ সময়।
নীবব রবাব, বীণ, মৃদঙ্গ, সেতাব,
অখিলমোহন যাব সুমধুর তান,
সৈবিন্ধ্রি-মানস, ভাবে কবে উদাসীন।
নির্ব্বাপিত দীপাবলি প্রতি গৃহে গৃহে ,
সুশান্তিদায়িনী নিশা মহামন্ত্রবলে,
সে চারু প্রাসাদ যেন কবেছে মোহিত।
মহাবাজ শূবচন্দ্র প্রকৃতি-বঞ্জন,
বাজকার্য্য অবসানে, নিভৃত ভবনে,
খট্টাঙ্গ-শায়িত সুখে, সে ঘোব নিশিথে।
বিকট স্বপন হেবি চমকিছে ভুপ ,
অজস্র শোকাশ্রু পড়ি আবেগে প্রবল,
তিতিযাছে সুকোমল শয়ন-বসন,

চিন্তাহলসিতময় বদন-মণ্ডল।
ভাবনাকালিমা-রাশি বারিদবরণ
ঘেরিয়াছে মুখচন্দ্র সুখ-দরশন ;
যেন রে করাল রাহু, শশাঙ্ক বিমল,
গ্রাসিছে ব্যাদিয়া ভীম বিকৃত বদন।
"আর না এ কলুষিত মণিপুর ধামে,
তিলেক রহিব আমি কহি মহারাজে।
ছিল মোর চন্দ্রকীর্ত্তি ভকতবৎসল,
সুকৃতির ফলে তার, ছিলাম ভুলিয়া
ব্রজপুরবাসী মোর প্রিয়পুত্রগণে।
দুর্ব্বার বিপদ তব সম্মুখে এখন,
ত্বরায় উঠিয়া কর আত্ম-সংরক্ষণ।"
এতেক কহিয়া, দেব শঙ্খচক্রধারী,
হ'লেন, অখিল-পতি শূন্যে অন্তর্দ্ধান।
ভাঙ্গিল সে কালনিদ্রা ঘোর নিশাকালে।
গুড়ুম গুড়ুম শব্দ পশিল শ্রবণে ;
গুড়ুম গুড়ুম রবে স্তিমিত ধরণী,
ঘোর প্রতিধ্বনি রবে বাজিল আবার '
চকিত কুরঙ্গ সম, ব্যাকুল-অন্তরে,
থরথরি অনিবার কাঁপিয়া ভূপতি,
বসিল উঠিয়া ত্বরা শয্যার উপর।
তনুভ্রষ্ট বিমোহন বসন, ভূষণ

আলুথালু কেশপাশ, দীর্ঘ বহে শ্বাস,
শোকের উচ্ছ্বাস হায় আরক্ত নয়নে।
বিষাদে কহিছে ভূপ, তিতি অশ্রুনীরে :—
"অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হায় রাজপুরে !!
গেল রাজ্য, গেল প্রাণ, এ ঘোর নিশিথে ;
টলিছে মেদিনী ঘন ; গর্জ্জিছে অশনি ;
ধাতৃকোপানলে বুঝি বিড়ম্বিল হেন।
এ ভীম প্রলয়ে, হায়, হবে অবসান,
পিতৃকুল-সংরক্ষিত ক্ষত্রিয়-শাসন।
এ ভীম প্রলয়ে, হায়, হবে পরিণত,
এ চারু নগরী, ভীম পৈশাচিক ভূমে।
পতিত-পাবন হরি গোপকুল-রবি!
ত্যজিযা এ রাজপুরী, হলে অস্তমিত।
কোন্ মহাপাপে, হায়, অপরাধী, দেব,
পাতকী-তারণ তব চরণ-কমলে ?
কোন্ মহাপাপে, হায়, হইলে বিমুখ,
এ ভীম সঙ্কট কালে, এ দাসের প্রতি ?
কি কুক্ষণে এসেছিল এ কাল যামিনী,
কি কুক্ষণে কুস্বপন হেরিলাম আজি।
অহো হো হা নিঠুর বিধি! অথবা ছলিছ.
দারুণ ছলনে, আজি নিশা দ্বিপ্রহরে।
কি ফল ছলিয়া, দেব, মূঢ়মতি জনে,

অপার মহিমা তব অবোধ্য যাহাব !”
স্ফুবিল না বাক্য আব নিববিল নৃপ ;
সংযোজিযা কবপুট, পাতি জানু ভূমে,
উপাস্য দেবতাচযে কবিল স্মবণ।
আবাব আবাব সেই গভীর গর্জ্জন।।
গুড়ুম গুডুম ববে স্তিমিত ধবণী
ঘোব প্রতিধ্বনিববে বাজিল আবাব !
সশস্ত্র পুরুষ শত প্রাসাদ সম্মুখে ,
ভেদিযা তিমিব জাল, ছুটে অনিবাব.
জ্বলন্ত অঙ্গাব সম, গোলা অগণন ,
প্রাচীবে, গবাক্ষে, দ্বাবে প্রাসাদ-শিখবে,
সে ভীম পাবক-শিলা কবিল আঘাত।
কাঁপিল মোহন পুবী, প্রচণ্ড আঘাতে,
ভূকম্পে ভূবন যথা কাঁপে থব থব।
নাদিল প্রহবী-বৃন্দ ঘনঘোব-বোলে ,
সমূহ বিপদ গণি, ভবনে, ভবনে,
আকণ্ঠ পুবিযা, সবে কবিল প্রচাব .—
“উঠ উঠ নবনাবী অন্তঃপুবচাবি।
গভীব নিদ্রাব বশে ঘুমাযো না আব।
ঘেরিয়াছে সেনাপতি, সহোদর সনে,
সাজিযা সমব-সাজে, প্রাসাদভবন ,
রুদ্রমূর্ত্তি, অস্ত্রধারী বিদ্রোহীর দল,

প্রাসাদ সম্মুখে, সবে বেগে ধাবমান।
জাগাও সুষুপ্ত রাজে, জাগাও সত্বরে ;
এ ভীম সম্বাদ তাঁরে দাও ত্বরা করি।”
উঠিল গগণভেদী ঘোর শোকধ্বনি ,
কাতরা কামিনী-কুল উঠিল বিলাপি :
কাঁদিল ভয়ার্ত্ত শিশু জননীর কোলে ;
চমকিল মহারাজ শয়ন-আগারে।
ঐশ্বরিক প্রেমে চিত্ত ছিল পুলকিত.
ভাঙ্গিল সে মৌনভাব, প্রচণ্ড নিনাদে।
শিহরিল কলেবর, শুনিযা সে বাণী .
প্রলম্ফে প্রকোষ্ঠ হ'তে বাহিরিল বেগে,
তাড়িত শার্দ্দূল যথা গিরিগুহা মাঝে।
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি ঘন উঠিল গগণে ,
গুড়ুম গুড়ুম রবে বন্দুক-নিচয,
বিদারি বিমানবক্ষ, গর্জ্জিল ভীষণ।
নিরুদ্ধ নিশ্বাস, ভূপ, নিক্ষেপিযা দুখে
কাতরকরুণ-কণ্ঠে কহিল বিলাপি .—
“সেনাপতি প্রণোদিত ছিছি একি কাজ।
হায রে, দৈবের বশে, বিমুখ সকলে,
বিধিবিডম্বিত পাপী অভাগার ভালে।
হা ভ্রাতঃ টেকেন্দ্রজিৎ। কোন অপরাধে,
ক্ষত দেহে প্রক্ষেপিছ লবণ-কণিকা ?

কি হেতু এ চমূকুল লইয়া নিশীথে,
প্রাসাদভবন মম কবিলে বেষ্টন ?
বিনাশি জীবন মম, বাজ্য লভিবাবে.
উদিত বাসনা তব হৃদযমন্দিরে ?
কেমনে বলনা গ্লানি দিয়া ক্ষত্রকুলে,
স্বর্গীয়জনকআজ্ঞা কবিলে লঙ্ঘন ?
পাদুকা পবশি যাঁব, কবিলে শপথ,
ভুলি সে শপথ তব, ঘোব প্রতিশ্রুতি,
কেমনে বলনা, হায, নির্ব্বেকেব প্রায,
ক্ষত্রকুলঅনুচিতকুৎসিতআচাব
অকাতবে অনুষ্ঠিতে ধাইছে বাসনা ?
হাযবে ! দূবিত্ত-স্রোতে-ঘেবিযাছে পুবী,
ডুবিবে অতল জলে এ মহানগরী ।
সত্যে দিযা জলাঞ্জলি মানব-মণ্ডলী
ঘোব পাপস্রোতে হায-দিবে সন্তবণ।"
নিববিলা ক্ষত্রবাজ ; উঠিল গগণে,
ঘন ঘন জযধ্বনি সহ কবতালি।
আবোহি প্রাচীর, বীব সৈনিক-যুগল,
ববিসুতদূত সম, ঘোব আস্ফালনে,
প্রবেশিল অন্তঃপুবে নিঃশঙ্ক হৃদযে।
ছুটিল পাবক-শিলা ঘোব দবশন,
তদাঘাতে নিপতিত হইল ভূতলে,

নৃপতিমস্তক-শোভী উষ্ণীষ শোভন।
অদূরে যুগলমূর্ত্তি নিরখি নৃপতি,
পৃষ্ঠদ্বার অভিমুখে ছুটিল সবেগে,
আচম্বিতে মৃগ যথা হেরি পশুরাজে।
বিষাদব্যাকুলবামাবালক-বালিকা
অবরোধি কক্ষদ্বার বিলাপিল দুখে।
রাজেন্দ্র-মহিষী বামা, লক্ষ্মী-স্বরূপিনী,
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ি চেতনা-বিহীন।

গজেন্দ্র-গমনে নৃপ ধায় পূর্ব্বমুখে.
ত্যজিয়া প্রাসাদ-সীমা সে ঘোর নিশীথে।
প্রাসাদ-ভবনে ঘোর কলরব শুনি,
এদিকে তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে ধায় পঙ্কসেনা
সমর কুশলী বীর নৃপ-সহোদর।
সম্মুখে নিরখি ভূপে কহিল সম্ভাষি —
"কি হেতু রাজন্। আজি ঘোর নিশাকালে
প্রাসাদ-ভবন ত্যজি আসিলে হেথায়?
কি হেতু এ হীন-বেশে গভীর নিশিথে,
জনতা-বর্জ্জিত পথে করিছ প্রয়াণ?
অরাতি-আক্রান্ত আজি রাজনিকেতন?
চিরবৈরী সেনাপতি সহচর সনে,
বিদ্রোহ-পতাকা আজি করেছে উড্ডীন?
তাই কি এ কলরব উঠিছে গগণে?

গুড়ুম গুড়ুম রবে তাই কি ধরণী,
গভীর নিশিথে, আজি হতেছে কম্পিত ?
সবিশেষ বিবরণ প্রদানি, রাজন,
বিনাশ বিনাশ মম চিন্তার কারণ।"
এতেক কহিয়া, বীর, নামিল ভুতলে .
অনুজে উদ্‌গ্রীব হেরি কহিলা ভূপতি :—
"যথার্থ ঘটেছে তাই, হায়, রাজপুরে ;
সেনাপতিপ্রণোদিত ক্ষিপ্ত চমূকুল
ঘটালে প্রমাদ আজি প্রাসাদভবনে।
উন্মত্ত মাতঙ্গ সম, বিদ্রোহীর দল,
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরি ফিরিছে চৌধারে।
কালান্তক যম সম, ঘোর দরশন,
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর, কেহ প্রবেশিছে পুরে।
নিরুপায় আজি, হায়, নিশা দ্বিপ্রহরে,
সুমতি গ্রীমুড বীরে দিব এ সম্বাদ
রবিতে চলহ যাই ব্রিটিশ শিবিরে।"
গর্জ্জিল সরোষে পুন বীর পক্ষসেন,
শুনি সে অগ্রজ বাণী আসন্ন বিপদে —
"কি বলিলে হে অগ্রজ, উচিত কি তব
গ্রহিতে আশ্রয়, হায়, ব্রিটীশ শিবিরে ?
এই কি রাজেন্দ্রোচিত সুকল্পিত বিধি,
লুটায়ে পড়িতে হায় ব্রিটীশ চরণে ?

এদাস চরণে বাঁধা থাকিতে, অগ্রজ,
উচিত কি তব আজি, সাহায্য প্রার্থনা,
গ্রীমুড সমীপে, হায়, আনত মস্তকে ?
এ অনুজ বর্ত্তমানে কি চিন্তা, রাজন্,
সুশিক্ষিত সেনা মম আসিছে পশ্চাতে ,
চল যাই ফিরে দোঁহে প্রাসাদ-ভবনে।
দেখিব সে সেনাপতি কত বল ধরে ;
চুণ কালি দিয়া মুখে, বাঁধিয়া শৃঙ্খলে,
প্রেরিব টেকেন্দ্রজিতে নগরে নগরে।
বাঁধি ডোরে, অরিকুলে দিব নির্ব্বাসনে ;
পৌরজনবাসী সবে বিস্মিত-নয়নে
হেরিবে সে হেটমুণ্ড পরিপন্থি জনে।
সহে না বিলম্ব, ভ্রাতঃ, চলহ ফিরিয়া ;
কোন্ প্রাণে, যাবে, হায়, গ্রীমূড সমীপে,
অন্তঃপুরচারী-নারীসন্তানসন্ততি,
অরাতি মাঝারে ত্যজি নিশ্চিন্ত মানসে ?
তব অদর্শনে, হায়, হাহাকার রবে,
কাঁদিছে কামিনীকুল বিপক্ষ মাঝারে।
চলহ, অগ্রজ, ত্বরা পশি রণভূমে,
প্রাসাদভবন রক্ষা করি, দোঁহে মিলি ,
চলহ মিলিয়া দোঁহে, রাখি কুলমান,
উদ্ধারি ললনাকুলে, আসন্ন বিপদে।”

নিরবিল পঙ্কসিংহ আরক্ত লোচন ;
প্রবোধ-বচনে ভূপ কহিল সোদবে :—
"আর না ফিরিব, বৎস, প্রাসাদ-ভবনে।
সমরে প্রবৃত্ত হ'তে ভ্রাতৃগণ সনে,
ফিরিব না, প্রিয়তম, আর নিকেতনে।
উন্মত্ত বিবেকহীন হায়, সেনাপতি !
কুচক্রীব প্রবোচনা লভি আক্রমিল,
গভীর নিশিথে, মম প্রাসাদভবন।
বিচ্ছেদ-অনল নাহি চাহি প্রজ্বলিতে,
লম্ভিয়া ধবণী হায তুলি ভেরী-ধ্বনি।
তুমুল সংগ্রামে নাহি বাসনা হে ভ্রাতঃ ,
আত্মীযস্বজনবন্ধুশোণিতনিপাতে
নাহি চাহি কলঙ্কিতে এ মহানগরী।
বলিতে হে পঙ্কসিংহ ! হৃদয় বিদবে,
শযন-আগাবে আজি করি নিবীক্ষণ
নিদাকুণ কুস্বপন নিশা দ্বিপ্রহরে।
এ পুরী অখিল-পতি গিযাছে ত্যজিযা,
হায বে, এ পাপাত্মনে কহি শূন্যদেশে ,
'আব না এ কলঙ্কিত মণিপুব ধামে,
তিলেক বহিব আমি, কহি মহারাজে।
ছিল মোর চন্দ্রকীর্ত্তি ভকতবৎসল
সুকৃতির ফলে তার, ছিলাম ভুলিয়া,

ব্রজপুরবাসী মোর প্রিয় পুত্রগণে।'
অপ্রসন্ন বিধি, হায়, আরাধ্য দেবতা,
চর্চ্চিতচন্দনফুলে পুজিনু যাঁহারে
আজীবন ধরে। অহো! বিদগ্ধ ললাটে,
দুখের অবধি নাই লিখেছেন বিধি।
আর কেন, পঙ্কসেন, কাল অপহরি,
এ ঘোর রজনীকালে দোঁহে পথমাঝে।
অগ্রজ-অনুজ্ঞা, বৎস, করহ পালন;
দোঁহে মিলি যাই চল ব্রিটিশ শিবিরে।"
দেখিতে দেখিতে হেথা, আসি উপনীত,
পঙ্কসেন-সহচর অশীতি সিপাহী।
লগুড় কাহারো করে, কাহারো কৃপাণ,
কটিতটে বিলম্বিত কাহারো বন্দুক।
জয়স্তু জয়স্তু রবে তুলি ঘোর রোল,
প্রণমিল রক্ষীকুল রাজেন্দ্রচরণে।
মলিন-বদন বীর পঙ্কসেন হায়,
নিরুৎসাহে মহারাজে কহিল কাতরে :—
"যা ইচ্ছা, রাজন্, তব, মূঢ়মতি আমি;
আদেশ পালিতে তব, কবে হে বিরত?
এক্ষান্ত দুরন্ত রণে যদি নাহি থাকে,
হে রাজন্, ইচ্ছা তব, চল ফিরে যাই,
পলাতক সম, তবে চল ফিরে যাই,

ব্রিটিশ শিবিরে, হায়, গ্রীমুড সমীপে।
না শান্তি সংগ্রামে, হায, ক্ষিপ্ত চমূ-কুলে
নাহি কাজ উদ্ধারিয়া রাজ নিকেতন।
খুলি রণসাজ তবে করিব গমন,
একান্ত, রাজন্, যদি করিবে গমন
ব্রিটিশ শিবিরে, হায, আশ্রয গ্রহণে।
থাকিবে পৌরুষ কোথা সাজি রণসাজে,
গ্রীমুড সমীপে যদি করিহে গমন ?
সুহৃদ, বান্ধব মোর করিবে ধিক্কার ;
গঞ্জিবে সকলে, হায, কাপুরুষ নামে ;
পৌরজনবাসী আর নাহি সম্মানিবে।"
তিতিক্ষাসাগরে ভাসি বীরেন্দ্রকুমার
সন্তপ্তপ্রশ্বাসবায়ু নিক্ষেপিল চুপে ;
নিক্ষেপিল তদসনে, হায, ক্ষুণ্ণমনে
সময়সুচারুভূষা অস্ত্র, প্রহরণ।
"কেন বৎস! শোকাকুল হও অকারণে"
সম্ভাষি সোদরে, ভূপ কহিল তখনি।
"উদ্ধত যুবক সম উচিত কি হায়,
এ বিলাপ তব। ধীশক্তিসম্পন্ন বলি
প্রবীণসমাজে তুমি সদা প্রশংসিত ;
এই কি হে, পরিচয দিতেছ তাহার ?
বিপদে অধীর হ'লে ঘটিবে প্রমাদ ;

ধৈর্য ধরিয়া, বৎস, হও অগ্রসর।
নাই কি স্মরণ তব, যবে পিতৃদেব,
মৃত্যুকালে সুধাভাষে ডাকি পুত্রগণে,
শিখালেন ভ্রাতৃভাবে থাকিতে সকলে ?
সপ্তভ্রাতা মোরা মিলিয়া সকলে,
জনক সমীপে যবে করি অঙ্গীকার,
রাখিব সৌহার্দ্দ্যভাব ভ্রাতায় ভ্রাতায় ?
মনে কি পড়ে না যবে করিলে শপথ—
কেহ যদি শত্রুভাবে করে আচরণ,
প্রতিশোধ নাহি তার করিব গ্রহণ ?
তবে কেন, বৎস, আজি ভুলি পিত্রাদেশ,
নির্যাতন-কল্পে, হায়, পশিবে সংগ্রামে ?
উপেক্ষি সে উপদেশ, কেন তবে হায়,
বিচ্ছেদ-অনলে, ভ্রাতঃ, দিবে ঘৃতাহুতি ?
স্মরহ কৌরবকুল সবংশে নিহত,
মাতি ঘোর রণে, হায়, পাণ্ডুকুল সনে।
মজিল সবংশে পাপী পৃথ্বিরাজ-অরি
কনৌজভূপতি, যবে ইরম্মদ সম
দুর্দ্ধর্ষযবনসেনা আক্রমিল ভূপে।
মজিল আপনি পাপী দারাসুত সনে,
তার কর্ম্মফলে, হায়, মজিল ভারত।
স্বর্ণপ্রসূ আর্য্যভূমি, হায়, ছারখার

যে অবধি থানেশ্বরে হ'ল অস্তমিত,
হিন্দুকুল যশোরবি বীর দিল্লীশ্বর।
যে পাপে হস্তিনাপুর, যে পাপে কনৌজ
কর্ম্মফল সমুচিত করিল রোপণ,
সেই পাপে মণিপুর, সেই পাপে হায়,
নিরয়-যন্ত্রণাভোগ করিবে অচিরে।
হা তাতঃ। দুর্দ্দিনে দেখ, নয়ন উন্মিলি,
বিরোধপাবকশিখা পুত্রগণমাঝে।
কনক-আসন তব বিচ্ছেদ-কারণ,
কাঞ্চন-কীরিট, হায়, বিবাদের হেতু।
হায়রে, কেমনে আর থাকি পাপপুরে,
পৈশাচিক নৃত্য আর দেখিব কেমনে।”
বিলপিল নৃপবর তিতি অশ্রুনীরে।
ধরিয়া অগ্রজ-বাহু কহিল অনুজ
বীরবর পক্কসেন, বিনম্র বচনে :—
“কেন হে রাজন্, বৃথা কর অশ্রুপাত,
কর্ত্তব্যবিমূঢ় যথা দুর্ব্বুদ্ধি মানব,
দাহ্যমানগৃহ স্বীয় করি নিরীক্ষণ
নিরুপায় ভাবি, হায়, করয়ে রোদন।
প্রাসাদভবনে তব বিদ্রোহঅনল
জ্বলিতেছে ধুধু রবে। কেমনে বলনা
আসন্ন বিপদে হায়, হও উদাসীন।

ব্রিটিশ-শিবির-প্রান্তে করিবে গমন
এ ঘোর নিশিথে যদি, চলহ ত্বরিতে।
বিফল বিলাপ হেন, বৃথা বাক্যালাপে,
এ ঘোর রজনী-কালে, দোঁহে পথমাঝে।”
তুলি নিল রক্ষীকুল অস্ত্র, প্রহরণ;
সেনানী-আদেশ লভি, লভি শ্রেণীবদ্ধ সবে
ব্রিটিশশিবিরমুখে ধাইল সবেগে।
বেসিডেণ্ট-নিকেতন নয়নরঞ্জন
ফুল্লফুল-সুশোভন মোহন ভবন।
কিবা তোরণের শোভা! চারু মনোলোভা
বিশাল মণ্ডপ যেন কেলি-নিকেতন।
উন্মুক্ততোরণদ্বার আজি সে ভবন,
ছুটিছে প্রহরীবর্গ অন্তরে, বাহিরে।
কাষ্ঠাসনে বসি বীর গ্রীমুড সুমতি,
বিশাল ললাটদেশে চিকণ চিকুর
ক্ষীণালোকযোগে কিবা খেলে ঝিকিমিকি;
সম্মুখে দণ্ডায়মান বীর ডুব্রসেন
সুবাদ্যে নিপুণ অতি, গন্ধর্ব্ব যেমতি।
আহা সে সঙ্গীত শুনি, হয়রে চেতন
তরুলতাগুল্ম যত উদ্ভীজ্য জীবন।
নাচে তালে তালে করী, নাচেরে তুরঙ্গ,
নাচে খগ, নাচে মৃগ, নাচেরে কুরঙ্গ,

যবেবে প্রদোষ কালে বিশাল মণ্ডপে,
মিলি সবে, নবনারী বসি সাবি সাবি
ভুবনমোহন বাদ্য কবেবে শ্রবণ।
নূতন নূতন বেশ পবি ভুম্রসেন
শবীবসৌন্দর্য্যভাব কবযে বৰ্দ্ধন,
কুমুদবান্ধব যথা শুক্ল শশধর
নিতি নিতি নব বেশে উদিত গগণে ;
কিম্বা বহুরূপী যথা মিলি তরু-শাখে
কভু নীল, কভু পীত, বিবিধ ববণে
মানব-নযনে ধাঁধা দেয দিবালোকে।
স্বপ্নোত্থিত বাদ্যকব বীব ভুম্রসেন,
সে ঘোব বজনীকালে নৈশপবিচ্ছদে
বেসিডেণ্ট-নিকেতনে কবে প্রতীক্ষণ।
শিবিব-নিবাসী বক্ষী, সেনানী, প্রহবী
সশস্ত্র হইযা সবে সজ্জিত প্রাঙ্গণে ;
হেনকালে পক্কসিংহ মহাবাজ সনে
ব্রিটিশশিবিবপ্রান্তে আসি উপনীত।
ফিবিল সে বক্ষীকুল স্ব স্ব গৃহমুখে,
পক্কসেন মুখে ত্ববা লভিয়া বিদায।
উঠিল গগণে ঘোর কোলাহল ধ্বনি ;
শিবিবপ্রহবীকুল "মহাবাজ" ববে,
শ্রীমুড সমীপে ত্বরা ধাইল সবেগে,

প্রদানিতে এ সম্বাদ রেসিডেণ্টবরে।
শুনি সে সম্বাদ, বীর ত্যজিল আসন,
বাহিরিল দ্রুতবেগে বিশাল প্রাঙ্গণে,
সসোদর নৃপবরে গ্রহি সমাদরে,
কহিল সম্ভাষি বীর উৎসুক অন্তরে,—
"কি হেতু রাজন্! রাত্রি দ্বি-প্রহর গতে
মদীয় ভবনে তব শুভ আগমন?
বসন, ভূষণ দেহে অযথা সজ্জিত,
বিষাদকালিমা তব বদনমণ্ডলে।
এতাদৃশ ম্রিয়মাণ কেনহে রাজন্?
উৎফুল্ল আনন তব নিরখি সতত,
বিকচ গোলাপ যথা সদা হাস্যময়,
পূর্ণিমা চন্দ্রমা চারু অথবা যেমতি।
কেন বীর পক্কসেন আজি অধোমুখে?
কি হেতু চিন্তিত এত, কিসের কারণ
এরূপ বিমর্ষ ভাব নিরখি হে আজি?
অনুমানি সংঘটিত প্রাসাদ ভবনে
দারুণ অনিষ্ট কিম্বা বিপদ ভীষণ,
দয়ার সাগর যীশু করুন মঙ্গল।
ছিলাম নিদ্রিত সবে গভীর নিশিথে,
সৈন্যাবাসে রক্ষীকুল নিদ্রাঅভিভূত,
প্রহরী প্রহর কার্য্যে ছিল নিয়োজিত।

রজনী দ্বিসার্দ্ধ গতে প্রচণ্ড নিনাদে
ধড়মড়ি শয্যা ত্যজি উঠিলাম সবে ,
করকা সদৃশ গোলা হুতাশনরূপী
পড়িল সহসা ছাদে, বিশাল প্রাঙ্গণে,
অনুমানি সংঘটিত বিদ্রোহ প্রাসাদে ;
দযার সাগব যীশু করুন মঙ্গল।
ছুটিছে পাবক-শিলা বিশৃঙ্খল ভাবে,
নিরাপদে পথমাঝে কেবা বাহিবায :
কেমনে, বাজন্, দোঁহে গভীব নিশিথে
নিবাপদে এ ভবনে হ'লে উপনীত ?”

কথঞ্চিৎ সুস্থলাভ করি, ভূপ তবে
বিবরিল আদ্যোপান্ত গ্রীমুড সমীপে।
বিস্ময়ে ব্রিটন-বীর কহিল ক্ষিতিপে ঃ--
“আক্রমিল সেনাপতি প্রাসাদ ভবন '
বিশ্বসিতে নাবি হায এ কথা বাজন,
সুবুদ্ধিসম্পন্ন বীব বিশ্বজনবঁধু
বীরেন্দ্র টেকেন্দ্রজিত সহচর সনে
আক্রমিল নিকেতন ! কেমনে বিশ্বাসি,
একথা বাজন তব। হিতাকাঙ্ক্ষী তব,
রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ, বীব সেনাপতি,
যাঁহার সৌহার্দ্দ-সূত্রে গ্রথিত জগৎ
পরম পীরিতি পাই যাঁর সদালাপে

পৌরজন মুক্তকণ্ঠে যাঁর যশ গায়।
এ নহে সে সেনাপতি বীরচূড়ামণি
যে জন এ নিশাকালে আক্রমিল পুরী।”
অদূরে দণ্ডায়মান অবনত মুখে
ছিল বীর পঙ্কসেন আরক্তলোচন,
সম্ভাষি শ্রীমুড়ে এবে কহিল বিষাদে :—
“বল, বল, বীরবর, বল প্রকাশিয়া,
দুর্ম্মতি টেকেন্দ্রজিত কোন্ মায়াবলে
বিশুদ্ধ অন্তর তব করিল মোহিত।
আমোদ-বিহারে রত, হেরি সে বিলাসী
রাজকার্য্যে উদাসীন, কর্ত্তব্য-বিমুখ।
মৃগয়া-বিরত কিন্তু পাপে সদা মতি,
নারী-নৃত্য নিত্য নিত্য হেরি নৃত্যালয়ে
বেড়ায় সে মূঢ়মতি মহান্ উল্লাসে।
কি গুণে এ অর্ব্বাচীনে পূজে পুরবাসী
আবালবনিতাবৃদ্ধ, নারিনু বুঝিতে।
নহে অন্য জন, কহি শুন বীরবর,
কপটী সে সেনাপতি, প্রাসাদ ভবনে
এ ঘোর রজনীকালে, সহচর সনে,
বিদ্রোহ-পতাকা আজি করেছে উড্ডীন।
এখনও দিগন্তব্যাপী বিজয় নির্ঘোষে—
“জয় সেনাপতি জয় জয় জয়” রবে

এখনও প্রাসাদভূমি হতেছে কম্পিত।
বিষাদ-ব্যাকুল-বামা হাহাকাব রব
মিলি সে বিজয়-ঘোষে, বিদারে
বল, বল বীববর, বল প্রকাশি
ক্ষত্রকুল-গ্লানি হেন কপটী দুর্ম
পীবিতি ভাজন তব হইল কি গুণে ?
সমুচিত দণ্ডদান আশু প্রযোজন
বাজ্যেব কণ্টক হেন বাজদ্রোহী জনে।"

এতেক কহিয়া বীর দরবাব-গৃহে
ভুম্রসেন সনে বেগে করিল প্রস্থান।
বিস্ময়ে ব্রীটন-বীব কহিল ক্ষিতিপে :—
"যাও, নৃপবব, যাও দববাব গৃহে;
যাপ এ যামিনী ঘোর মঙ্গ নিকেতনে।
কম্পিত শবীব তব, দীর্ঘ বহে শ্বাস,
স্বেদকণাকীর্ণ তব বদন-মণ্ডল
লভহ বিবাম ত্বরা দববাব গৃহে।
বিফল প্রযাস এবে ঘোব নিশাকালে
প্রাসাদ-উদ্ধাবে তব বিপক্ষ মাঝাবে।
তমোস্বিনী তমোবাশি কবিছে বিস্তাব;
পার্থিব পদার্থ জড় তিমির-সংযোগে
অপার্থিব অবয়ব কবিছে ধাবণ;
প্রদপে পিশাচ ভাবে অপধর্ম্মাধার,

হৃদয়-আতঙ্ককর ঘোর-দরশন।
গভীর রজনী এবে; পূর্ব্ব গগণে,
রজতবিমলবিভা নাহি শুকতারা।
নিরখিয়া দেখ, নৃপ, প্রতীচ্য গগণে,
নবীননীরদখণ্ড উদি অকস্মাৎ
আবরিল নৈশাকাশ তিমিরবরণে।
এ ঘোর নিশিথে, ভূপ, তিষ্ঠ এ শিবিরে;
কম্পিত শরীর তব, দীর্ঘ বহে শ্বাস,
স্বেদকণাকীর্ণ তব বদনমণ্ডল;
কর কর শ্রান্তিদূর দরবার-গৃহে।”
 করতলপীড়নান্তে বিদায়ি স্বাগতে.
শয়ন-আগারে বীর করিল প্রবেশ।
ঘন ঘন তূরীধ্বনি উঠিল,আকাশে;
রক্ষীকুল স্বস্বাবাসে করিল প্রস্থান।
ঘনঘটারোলে ঘণ্টা উঠিল বাজিয়া;
পড়িল তোরণ দ্বার কড় কড় রবে।

ইতি সেনাপতি-সংহার কাব্যে প্রাসাদাক্রমণো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রভাতিল বিভাবরী; জাগিল জগৎ,
অরণ্যে, অম্বরে, পশুপক্ষীকীটচয়।
বিশাল বিমানহ্রদে ভাসিয়া ভরত,
সযম্ভূবাহন যথা মানস-সরসে,
দিবাকরে সমাদরে করে সম্ভাষণ।
তরুণঅরুণকরে, সাজি উষাদেবী,
ধীরি ধীরি সমাগত, মণিপুর-ধামে।
কুক্কুরতাড়িত শিবা, তরক্ষুর দল,
প্রাণ ভয়ে বায়ু বেগে করে পলায়ন।
মূষিক, মার্জ্জারভয়ে, বিবরে বিকল,
কবলে দশনবদ্ধ চর্ব্বিত অশন।
কেবল গিরিকা কোন স্বভাবচপল,
বিবর-পিঞ্জর ত্যজি করে বিচরণ।
জতুকা নিমেলি নেত্র, বিটপে বিরল,
অধোমুখে লম্বভাবে করেছে শয়ন।
তরুণ-অরুণ-রশ্মি, ভেদিয়া তিমির,
আলোকিছে নদ, নদী, সরসী, উদ্যান।

নক্ষত্রনিকর নভে, ভূতলে শিশির,
ঐহিক ঐশ্বর্য্য সম, করে তিরোধান।
সঞ্জীবনী-রশ্মি-তাপ পাইয়া রবির,
সরোবরে কোকনদ প্রফুল্ল বয়ান।
হায়রে, কুমুদবতী মিহির-উদয়ে
বৈধব্যযাতনানলে আকুল-পরাণ।
দোলাবাই, জিলাসিংহ, বীর সেনাপতি,
প্রাসাদভবনে করে প্রাধান্য বিস্তার।
যুবরাজ কুলচন্দ্র, ত্যজিয়া ভবন,
কাছাড়প্রদেশপ্রান্তে পলায়িত ভয়ে।
বিদ্রোহনির্লিপ্ত বীর ধালা, সামুসিং,
হেঞ্জাবু, গোপাল সেনা, সচিব তঙ্গাল,
জাম্বুবান বীর-সিংহ কর্ম্মচারীগণ
রেসিডেণ্টনিকেতনে বেগে ধাবমান।
স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, ব্যবসায়জীবি,
তন্তুবায়, চর্ম্মকার, ভক্ত পুরবাসী,
প্রাতঃকৃত্য ভুলি, সবে অস্থির মানসে
ব্রিটিশ-শিবির-প্রান্তে ছুটিছে সবেগে।
সে ভীম জনতাস্রোত, কেবা প্রতিরোধে?
উদয়-অচলে যবে ভানুর উদয়,
বায়সসঙ্কুল, যবে উষা আগমনে,
ঘোরশ্রুতিকটুরবে ত্যজিল কুলায়,

সে ভীম জনতাস্রোত কলকল রবে,
ব্রিটিশ শিবিরমুখে প্রবাহিল বেগে।
আবদ্ধ বিপণীশ্রেণী রাজপথশোভী;
নাহিক বিক্রেতা, ক্রেতা, নাহি সে জনতা,
নাহি সে বাণিজ্য-স্রোত, নাহি কোলাহল।
রাজদ্রোহী জিলাসিঙ, যবে কারাদ্বার
উৎপাটিল মড়মড়ি সে ঘোর নিশিথে,
ভীষণ অয়সদণ্ডে, কত কারাবাসী,
কৃতজ্ঞঅন্তরে, সবে লভি স্বাধীনতা,
মাতিল বিপ্লবে ঘোর বিপুল উৎসাহে।
আজি সেই কারামুক্ত প্রত্যাগত গৃহে।
সুপ্রভাত আজি তার, সৌভাগ্য উদয়।
বল্লভবিয়োগ, আজি, হইল সংযোগ;
হৃতপুত্রে মাতা পুন পাইল ফিরিযা।
বিবসবদনা রাজ্ঞী, প্রাসাদ ভবনে,
মুহুর্মুহু বিলাপিছে হা হুতাশ রবে।
চলিছে প্রহরী, দূত, কাছাড়াভিমুখে,
কুলচন্দ্রধ্বজ বাজে আহ্বানিতে পুরে।
ফিরিছে কোহিমাপথে বিদ্রোহীর দল,
রাজদ্রোহীতস্করাদি, দস্যু অগণন।
বাজায়ে বিউগল, বীর ব্রিটিশ সেনানী

বারক্লে* অমিততেজা, রক্ষী-কুলসনে,
ধাইছে তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে শিবিরাভিমুখে।
নর, নারী, কৌতূহলী বালক, বালিকা,
নিত্যকর্ম্ম ভুলি, সবে ছুটিছে পশ্চাতে।
সমীরণ পূর্ণ আজি ঘোর জনরবে ;
পৌরজনবাসী, আজি সচঞ্চল মনে,
ব্রিটীশশিবিরমুখে ধাইছে সবেগে।
দেখিতে দেখিতে হেথা গ্রীমুডভবন,
মহাদৃশ্য লোকারণ্যে, হ'ল পরিণত।
ষষ্ঠশত সুশজ্জিত সৈনিক পুরুষ,
প্রতীক্ষিছে রণ-আশে বিশালমণ্ডপে ;
বহির্ভাগে শত শত পৌরজনবাসী,
ক্ষুৎক্ষামবহিত, সবে মার্ত্তণ্ডতাপিত।
সুমতি গ্রীমুড, বীর বারক্লে সেনানী,
মহারাজ শূরচন্দ্র, বীর পঙ্কসেন,
তঙ্গাল সচিবশ্রেষ্ঠ, জাম্বুবান বীর,
বিবস বদনে, হায়, বসি কাষ্ঠাসনে,
আসন্ন বিপদে কিসে হ'বে পরিত্রাণ,
চিন্তিয়া উপায় তার বিষাদ'ব্যাকুল।
সবিশেষ আলোচনা করি পরিশেষে,
কহিল গ্রীমুডবীর, সম্ভাষিয়া ভূপে :—

"সুসজ্জিত সেনা তব সম্মুখে, রাজন,
আদেশ-অপেক্ষা সবে রহিয়াছে চুপে।
পাইলে সমর আজ্ঞা, পশি রণভুমে,
এখনি রুধির-স্রোতে করিবে প্লাবিত
সৌধ-কিরীটিণী তব এ চারু নগরী ;
শোণিতপিপাসু যথা ক্ষুধার্ত্ত কেশরী,
পড়ি মৃগপালে, হায় গহন কাননে,
অগণ্য নিরীহ জীবে বিদরে নখরে।
সমর-অনল যদি হয় প্রজ্জ্বলিত,
এ চারু নগরী তব, সে ভীম অনলে,
স্তুপাকার ভস্মে, হায়, হবে পরিণত।
পতঙ্গ নিচয় সম, পৌরজন সবে,
সে ভীম অনলে, হায়, বিসর্জ্জিবে দেহ !
মহামতি কুইন্টন এবে সিলচরে,
কর্ম্মচারীগণ সনে নির্গত ভ্রমণে।
প্রত্যুষে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরেছি তাঁহারে।
বিনা তাঁর উপদেশ কেমনে, রাজন্,
আহ্বানি আহবে বীর সেনাপতি বরে।
বিনা তাঁর উপদেশ কেমনে, রাজন,
আদেশিব সৈন্যকুলে আক্রমিতে পুরী।
গিয়াছে সম্বাদবহ ত্বরিতে প্রাসাদে,
আহ্বানিতে সেনাপতি মদীয় ভবনে।

এখনি সে সেনাপতি, মিলি ভ্রাতৃসনে,
আসিবে রাজন্, ত্বরা মম নিকেতনে।
শীলশৌচ-ক্ষান্তিদয়া-দাক্ষিণ্যভূষিত
ধীমান টেকেন্দ্রজিৎ, মম অনুরোধে,
এখনি সম্মুখে তব, আসিবে রাজন্।
উন্মেষিত রাজদ্রোহ যদি তাঁহা হ'তে,
গললগ্নীকৃতবাসে তবে, হে রাজন্,
ক্ষমাশীলদেব তুমি, তাই করপুটে,
সম্মুখে আসিয়া, হায়, লুটায়ে চরণে;
যাচিবে করুণা তব অপরাধী জনে।"
এতেক কহিয়া বীর হইল নীরব।

এতক্ষণে তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া নৃপতি,
ছিলেন দোলায়মান সংশয় দোলায়,
সম্ভাষি গ্রীমুডে এবে কহিল কাতরে:—
"হামিত গ্রীমুড! তব অবিদিত কিবা;
তুমি হে সুমন্ত্রদাতা, মহাপুণ্য ফলে,
পাইলাম, এ নগরে, প্রতিনিধিরূপে,
সর্ব্বগুণ-অলঙ্কৃত তোমাহেন জনে।
মতিমান জোনষ্টোন ফিরিলেন যবে
ত্যজিয়া এপুরী, হায়, স্বদেশাভিমুখে;
প্রতীতি হইল যেন ক্ষত্রিয়-শাসন
অঙ্গহীন, বলহীন, তাঁহার বিয়োগে।

তব শুভ-আগমনে, পুনঃ এ নগরী
হইল উন্নতশির বিপুল সম্মানে।
অগোচর কিবা তব, জানত হে তুমি,
কিরূপে শাসন মম হইছে চালিত?
শত্রুর দমন, আব শিষ্টের পালন,
জানত হে রাজধর্ম্ম বিদিত জগতে।
রাজধর্ম্মেরত সদা; কবে হে বিরত,
পালিতে কর্ত্তব্য মম প্রজাপুঞ্জ মাঝে?
পৌরজনবাসী সুখী মোর সুশাসনে,
প্রগাঢ় সৌখ্যতা মম সসাগরাধিপ
ব্রিটিশকেশরী সনে। উপাধিভূষণে,
করিলেন সম্মানিত মোরে, জন্মদিনে,
মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া রাজরাজ্যেশ্বরী।
হায় এ সম্মান মম রহিল কোথায়,
বিচ্ছেদ-পাবক-শিখা, ভ্রাতৃগণ মাঝে,
দ্বিগুণ, দ্বিগুণ বেগে জ্বলিছে ভীষণ!
হায়, এ লাঞ্ছনা-ভোগ, এত অপমান,
এ পোড়া দুর্ম্মতি ভালে ছিলবে লিখিত।
ত্যজিলেন মর্ত্ত্যলোক, যবে পিতৃদেব,
দুর্ব্বহ শাসন-ভার, সঁপি মম করে,
(হা মিত গ্রীমুড, তব অবিদিত কিবা)
বিমাতৃনন্দন ধীর কুলচন্দ্র ধ্বজে,

পালিতে কর্ত্তব্য স্বীয়, জনক-আদেশে,
বরিলাম সমাদরে, যুবরাজ পদে।
ঝোলোকীর্ত্তিসিংহ বীর বিমাতৃনন্দনে
বসালেম সমাদরে, সেনাপতি পদে।
পক্ষগতে পোড়া বিধি কাড়িল সে নিধি,
হায়রে, সে কীর্ত্তিসিংহ মুদিল নয়ন;
যে পথে জনক দেব সেই পথে, হায়,
ত্যজিয়া ভূলোক, বীর করিল গমন।
উৎফুল্লনয়নে, সদা করিত পালন,
যখন যে আজ্ঞা, হয়, করিতাম তারে।
ভক্তিডোরে বাঁধি মোরে, গেছে সে রতন,
সে চন্দ্র-আনন, হায় ভুলিব কেমনে।
বিমুখি সোদরে পুন, কীর্ত্তি সিংহ গতে,
দিলাম টেকেন্দ্রজিতে সৈন্যাধ্যক্ষভার।
হা মিত শ্রীমুড, নাহি রাখি ব্যবচ্ছেদ,
বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণে সহোদর সনে।
তাই কি নিদয় বিধি, দারুণ প্রমাদে,
বিদ্রোহ-পাবক-শিখা জ্বালি পুরমাঝে,
দারুণ প্রমাদে, হায়, ফেলিল আমায়।
নিবরিল নররাজ, ভাসি আঁখিনীরে;
প্রহেলিকা কতবিধ, মানস আকাশে,
উদিয়া তিমিরজালে আবরিল চিত।

বার্দ্ধক্য-পীড়িত বীর ধীসখ তঙ্গাল
কহিল সম্ভাষি ভূপে :—"হায়, মহারাজ
সর্ব্বজনপ্রিয় ধীর ধর্ম্মপরায়ণ
বীরেন্দ্র টেকেন্দ্রজিত ক্ষত্র সেনাপতি,
প্রাসাদভবনে তব ঘটাবে এমন,
স্বপনের অগোচর ছিল মহারাজ !
যুবরাজ কুলচন্দ্র ত্যজিয়া ভবন,
শুনেছি কাছাড়প্রান্তে পলায়িত ভয়ে,
এ ভীম বিদ্রোহে নাহি লিপ্ত, মহারাজ !
দুরদৃষ্ট বশে মম এ বৃদ্ধ বয়সে,
ভীষণ ব্যাপার, দেব, হেরিলাম আজি।
গলিত দশন মম, শুভ্রকেশ রাশি,
প্রাসাদভবনকার্য্যে আজীবন ধরে ;
ঘটিবে কলঙ্ক হেন অবসরকালে,
স্বপনের অগোচর ছিল মহারাজ।"
প্রত্যাগত বার্ত্তাবহ ব্রিটিশশিবিরে
প্রাসাদভবন হ'তে দ্রুত পদক্ষেপে,
শিবির-অধিপে ধীরে বিশালমণ্ডপে
অভিবাদি, অধোমুখে দাঁড়াইল চুপে।
পরিহরি কাষ্ঠাসন, গ্রীমুড সুমতি
কহিল জিজ্ঞাসি দূতে, উৎসুক অন্তরে:—
"কিহেতু সম্বাদবহ, অবনত মুখে

কাষ্ঠপুত্তলিকা সম রয়েছ দাঁড়ায়ে ?
শরীরসৌন্দর্য্য স্বীয় নিরখি রে দূত,
বিভোর আপন ভাবে, তাই কি, রে দূত,
মাতোয়ারা হয়ে, নাহি কর সম্ভাষণ ?
দিয়াছে কাটিয়া জিহ্বা, বিদ্রোহির দল,
বাক্‌শক্তিহীন তাই, রসনা বিহনে ?
প্রাসাদভবনে তোরে প্রেরিয়া সকলে,
নিষ্পন্দ নয়নে, হায়, করি প্রতীক্ষণ।
কোথারে, টেকেন্দ্রজিত বীর সেনাপতি,
কোথা বল, জিলাসিঙ, কোথা দোলাবাই ?
রাজেন্দ্রকুমারবর্গ মিলিয়া সকলে
আসিছে পশ্চাতে, তব, মম নিকেতনে ?
বল বল প্রকাশিয়া, বিলম্বে কি ফল ?”
সন্দিগ্ধ মানসে বীর গ্রহিল আসন,
বিশাল মণ্ডপস্থিত মানবমণ্ডলী
বার্ত্তাবহ অভিমুখে, মিলিত নয়নে,
মুহুর্মুহু দৃষ্টিক্ষেপ করিল সকলে।
শঙ্কিত সম্বাদবহ কহিল সঙ্কোচে :—
“সঙ্কল্পসাধনে, হায়, হইয়া বিফল,
ম্লানমুখে, ধর্ম্মরাজ, ছিলাম দাঁড়ায়ে।
শুন তবে, ধর্ম্মরাজ, অশুভ সংবাদ,
আসিবে না সেনাপতি তব নিকেতনে ;

আসিবে না দোলারাই বীরজিলাসিঙ।
যতদিন মহারাজ থাকিবে এখানে,
বীরেন্দ্রকুমারবর্গ করেছে শপথ,
প্রাণাত্যয়ে পদার্পণ করিবে না পুরে।
কুমার টেকেন্দ্রজিত, প্রাসাদভবনে,
সমাদরে গ্রহি মোরে, কহিল এ বাণী।
কহিল :—"সুমতি বীর গ্রীমুড সুহৃদে
বিজ্ঞাপিবে স্নেহপূর্ণ প্রিয় সম্ভাষণ ;
কহিও সে বন্ধুজনে, নাহি মম দোষ,
প্রাসাদভবনে গত নিশাআক্রমণে ;
অন্তঃপুরচারীনারীবালকবালিকা
নিরাপদে নিকেতনে করিছে নিবাস।
জনৈক প্রহরী বিনা অনাহত সবে,
প্রদানিবে এ সম্বাদ গ্রীমুড সুমিতে।
কহিও, সম্বাদবহ, মমশেষ বাণী,
গ্রীমুড সুহৃদে মোর, পালিতে অক্ষম
অনুরোধ তাঁর, হায় ; অপ্রতিভাজন,
যেন নাহি কভু হই, তাঁহার সমীপে।"
আর কি কহিবে, হায়, এ অধীন তব,
আসিবে না সেনাপতি তব নিকেতনে।
সঙ্কল্পসাধনে, হায়, হইয়া বিফল,
ম্লানমুখে, ধর্ম্মরাজ, ছিলাম দাঁড়ায়ে।"

উঠিল অস্ফুটস্বর বিশালমণ্ডপে।
সহসা জনতাস্রোত উঠিল নাচিয়া,
স্তিমিত সরসীবক্ষে, উপল-আঘাতে,
বীচিমালা উঠি যথা ধায় বেলামুখে।
নৈদাঘনীরদমালা, অথবা যেমতি,
সুনীল অম্বরপথে খণ্ডিত সহসা,
প্রভঞ্জনদেব যবে উঠে ভীমরবে।
ঝলসি উলঙ্গ অসি, বীর পদভরে,
ছুটিল সবেগে, কেহ নগরাভিমুখে।
হল্লাধ্বনি তুলি কেহ, ধাইল পশ্চাতে,
প্রলম্ফে শিবির-গৃহ করি অতিক্রম।
কলকলধ্বনি সহ অস্ত্রের ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণপথ। রাজকুলনিধি
ধার্ম্মিকরতন ভূপ, বীর জাম্বুমানে
আদেশিল সংযমিতে ক্ষিপ্ত চমূকুলে।
স্তম্ভিত গ্রীমুড বীরে ডাকি অন্তরালে,
কহিল অমিততেজা বারক্লে সেনানী —
"হের বন্ধুবর, হের আয়তনয়নে,
অদূরে নাচিছে, যেন মদভরে টলি,
সমাগত নৃপসেনা শিবাকুলসম।
ভ্রকুটিদর্শন হের তর্জ্জন, গর্জ্জন,
তরঙ্গচঞ্চলা যথা যথা চটুলা তটিনী,

বর্ষান্তে সুপূর্ণতোয়া, বক্ষঃপ্রসারিণী,
তর্জ্জে গর্জ্জে ভীমাকারে, দ্বন্দি বায়ু সহ।
নিষ্কোসিছে অসি কেহ, সৌরকরে ঝলি;
ফিরায়ে নয়ন হের, অদূরে কেহ বা
কড়মড়ি দন্তপাঁতি মুষ্টিবদ্ধকরে,
বিষমকোপাগ্নিবৃষ্টি করে শূন্যদেশে।
হেব, হের, পদাঘাতে, বিহার বিপিনে,
ব্রততী কুসুমকলি শায়িত ভূতলে।
লও অস্ত্র, লও কাড়ি বন্দুকনিচয়,
নিবস্ত্র করহ, মিত, ক্ষিপ্ত চমূকুলে।
জানিও যামিনীযোগে রাজদ্রোহীকুল
বিজয়প্রমত্ত, গত নিশাআক্রমণে
আক্রমিবে এ ভবন দ্বিগুণ উৎসাহে।
রক্ষ, রক্ষ এ শিবিব, স্থানান্তরি ভূপে;
'সতর্কের মার নাই জানিও নিশ্চয়'।
লও অস্ত্র, লও কাড় বন্দুকনিচয়;
নিরস্ত্র করহ, মিত, ক্ষিপ্ত চমূকুলে।
উত্তবিল তবে বীর ব্রিটিশকেশরী
সুমতি গ্রীমুড, ওষ্ঠ চাপিযা দশনে —
"যা বলিলে সত্য, ওহে, সমর-কুশলী
বীর বারক্লেসেনানী। পলায়িত ভূপে,
কিন্তু হে কেমনে নিষ্কাষিব অরিমুখে।

এহিল যে জন, মম ভবনে আশ্রয়—
আশ্রিত সে জনে, হায়, নৃপতি বর্তনে
পাষাণহৃদয়ে, দিব বিদায় কেমনে ?
কি বলিবে কুইণ্টন এ ভীম আচারে ?
ভারত-ঈশ্বর বীর লাট মহামতি,
ভারত-রাজন্যবর্গ কি বলিবে, হায় ?
কি বলিবে বিশ্বজন, যদি নৃপবরে
খেদাই এ পুর হ'তে, রিপুদলগ্রাসে ?
ভ্রমিছে কুইণ্টন বীর সিলচর ভূমে,
গিয়াছে তাড়িতবার্ত্তা তড়িতগমনে ,
আদেশ পাইলে, তবে এ কর্ম্ম বিহিত
উৎশৃঙ্খল যোদ্ধৃগণে বঞ্চিয়া কৃপাণে,
বিপদ-আশঙ্কা এবে করি অপনীত।"
ঘোষিল প্রহরীকুল লৌহদণ্ডধারী
ঘটোৎকচ-অরি ভীম ভীমসেনরূপী,
জলদ নির্ঘোষে যথা দম্ভোলি-আরবে :—
"বন্দুক বন্দুকধারী, অস্ত্র অস্ত্রধারী
ত্যজ সবে, যে যেখানে আছ সভামাঝে ;
মহামতি রেসিডেণ্ট দিয়াছে আদেশ,
পাল সে আদেশ অস্ত্র শস্ত্র সমর্পিয়া।"
নৃপতিনয়নযুগ হইল স্পন্দিত,

বীরবর পঙ্কসেনা নব বলে বলী
আকর্ণি আদেশ ভীম, ক্রোধে অন্ধপ্রায় ;
নির্ব্বাক তঙ্গাল সুধী অমাত্যপ্রধান ;
আর আর বোধ যত, হইয়া বিমূঢ়,
শোভিল সে সভাতলে বিশালমণ্ডপে,
শঙ্কিত পথিক যথা তরুবর তলে,
যবে সে তরুর শিখা, কুলীশ-আঘাতে,
উজলি বিভায় নভঃ, ধক্ ধক্ জ্বলে।
সৈনিক পুরুষগণ উঠিল নাচিয়া ;
নাচিল কৃপাণ, খড়গ শত প্রহরণ
ধ্বনিয়া গগণ, যথা প্রমত্ত মধুপ
গুণ গুণ রব তুলি উঠে ঝাঁকে ঝাঁকে,
বিলুব্ধমানব যবে দশমী দিবসে
আক্রমে সে মধুক্রমে মধুপান লোভে।
ছুটিল প্রহরীকুল সেনাপুঞ্জমাঝে,
কাড়ি নিল অস্ত্র শস্ত্র ভীম বাহুবলে।
গ্রীমুড স্বয়ং তথা দিল দরশন,
রোষান্ধ শল্লকী যথা কদলী-কাননে।
শ্রোণীসূত্রে বিলম্বিত নানা প্রহরণ ;
ধাঁধিয়া নয়ন, তাহে খেলে তরবারি,
খরসান বেয়োনেট কণ্টক-আকৃতি।
গম্ভীর অধর স্ফীত, বঙ্কিম নয়ন,

কুঞ্চিত ললাটদেশ, দীর্ঘ কেশরাশি।
নিক্ষেপিল অনীকিনী অস্ত্র খরসান,
ভাস্বর পিধান চারু সুবর্ণ-খচিত,
ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র, গোলা অগণন।
অস্ত্রের ঝনঝনি ঘন উঠিল গগণে,
বিশাল প্রাঙ্গণে যবে শিলাবৃষ্টি সম,
পড়িল নয়ন ঝলি, অস্ত্র রাশি রাশি।
হেটমুণ্ড যোদ্ধৃগণ, মাণিক্য বিহনে,
ভুজঙ্গ প্রণতচক্র যথা বনমাঝে।
"বিশ্বাসঘাতক ক্রূর গ্রীমুড় দুর্ম্মতি
বিমুখিল অস্ত্রীদগে, নিরস্ত্রি সকলে।"
এইরূপে উচ্চরবে করিয়া চীৎকার,
ফিরিল নগরবাসী যে যাহার গৃহে।
হিমান্তে তুহিনরাশি, হিমগিরি-চূড়ে,
অংশুমালী-অংশু যোগে দ্রবীভূত যথা,
তেমতি সে সভাস্থলে দেখিতে দেখিতে
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতরে হইল জনতা।
বিভগ্নহৃদয় বীর পঙ্কসেন, হায়,
কাতর-করুণ-কণ্ঠে কহিল পূর্ব্বজে :—
"হের, আর্য্য, হের বীর ক্ষত্রচমূকুল,
পূর্ণাশ্রুলোচনে সবে ফিরিছে বিষাদে,
ভকত প্রকৃতিপুঞ্জ, দেখনা চাহিয়া,

অশ্রুবিগলিত আঁখি, হায়রে, বিষাদে
নিন্দি বিধাতারে, সবে ধায় ধীরে ধীরে।
নাহি কি পুরুষ হেন মণিপুর-ধামে,
এখনি উঠিয়া বেগে হুহুঙ্কার রবে,
ঘুচায় জঞ্জাল হেন বীর বাহুবলে ?
বীরযোনী এ নগরী, প্রসুপ্ত কি আজি,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে, হায়, ক্ষত্রিয়মণ্ডলী ?
শৃগালবিবরে বাস জন্মি বীরকুলে !
কাকোদরনম্রশিরে, অহঙ্কারে মাতি,
মণ্ডূক শিশুর মত্ত করে পদাঘাত !
নিস্তেজ হৃদয় মম, বাহু বলহীন ?
এখনও ক্ষত্রিয়রক্ত বহে শিরে, শিরে,
বীরত্ব-অনল জাগে, এখনও হৃদয়ে,
আন তরবারি, আজি যুঝিয়া সংগ্রামে
এ পুর-কণ্টক চির নিক্ষেপিব দূরে।"
জ্বলি রোষে মহাতেজা ত্যজিল আসন,
উগ্রমূর্ত্তি উমাপতি-যথা দক্ষালয়ে।
ধীসখ তঙ্গাল সুধী, বীর জাম্বুবান
ধরাধরি করি দোঁহে, প্রবোধ বচনে,
বসাইল উগ্রচণ্ডা বীরেন্দ্রকুমারে ;
আরক্তনয়নযুগ, কম্পিত শরীর
অরাতি-সৌভাগ্যোদয় স্মরি ক্ষণে ক্ষণে,

ফণাধর ফণাঘাতে জ্বলে রে যেমতি
দুর্ভাগ্যমানব, হায়, দারুণকম্পনে।
বিষাদে কহিল ভূপ, যথা ধর্ম্মরাজ
রাজেন্দ্র অজাতশত্রু ধর্ম্মবলে বলী
পর্য্যুদস্ত অক্ষদ্যূতে কৌরব-প্রাসাদে।—
"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু;
মরীচিকাভ্রমে ধাইলাম এ ভবনে,
স্থগিত গ্রীমুণ্ড পাশে, বিমূঢ় কুরঙ্গ,
হায়, মরুস্থলে যথা পিপাসাকাতর
ধায়, ধায় দ্রুতপদে ফিরি নাহি চায়।
অধরে মধুর বাণী, হৃদয়ে গরল,
চতুরচাতুরী, হায়, কে জানিত আগে।
আহ্বানি আপন মৃত্যু ঘটায় বিমূঢ়
পতঙ্গ নিরখি দূরে জ্বলন্ত পাবক।
তেমতি এ ফাঁদে, হায়, ঘোরতর ফাঁদে
পড়ি নিজ কর্ম্মদোষে, ঘটিল প্রমাদ।
বিদ্রোহ-পাবক-শিখা কালানলতেজে,
চিরতরে, হায়, মম গ্রাসিল শাসন;
মহারাজ নাম মম লুপ্ত চিরতরে।
এ রাজ্যের অধিপতি এবে সেনাপতি
বিদ্রোহী টেকেন্দ্রজিত ক্ষত্রকুলগ্লানি,

হায়, ইচ্ছা করে, ত্যজিয়া এ পুরী
জুড়াই মনের জ্বালা গহনকাননে।
"নিশার স্বপন সম হেরিনু কি আজি!
মুরারি! বিস্তারি ভবে মায়ামোহজাল
কেন হে দাসেরে আর করহ ছলনা।
ছলিয়াছ বলিরাজে বামনাবতারে,
কৃষ্ণ-অবতারে, হায়, দাতাকর্ণ দেবে
অদ্ভুত ছলনা তব। মুগ্ধ নরলোকে
কেমনে মহিমা তব করিবে নির্ণয়,
শূন্যময় ধরা অহো! হেরি চতুর্দ্দিকে।'
অদূরে দাঁড়ায়ে চোবেলাল জমাদার
পার্ব্বতী-নন্দন বীর কার্ত্তিকেয় যথা
সম্ভাষি গ্রীমুড়ে, বীর কহিল সরোষে:—
"এই কি বিহিত কর্ম্ম, প্রতিনিধি, তব,
নিরস্ত্রিতে যোধগণে, ঈদৃশ উপায়ে?
রাজেন্দ্র-বারতায়, হায়, হইয়া ব্যথিত
আসিল সে যোদ্ধৃগণ নৃপতি সকাশে,
নিরস্ত্রি সে চমূকুলে অবৈধ উপায়ে
পরিলে কলঙ্করেখা নিষ্কলঙ্কভালে।"
নিরবিল চোবেলাল, নয়ন ফিরায়ে,
অদূরে হেরিল ভূপে, সোদরে, সচিবে,
বিষাদে মলিন মুখে বসি অধোমুখে,

নিশানাথে নৈশাকাশে আবরিলে যথা
নৈদাঘনীরদখণ্ড; হীনপ্রভ, হায়,
নক্ষত্র-মণ্ডল চারু বিমান-ভূষণ।
সন্তপ্তহৃদয়ে বীর কহিল আবার :—
"দেখ, দেখ, বীরবর, দেখহ চাহিয়া
অদূরে রাজেন্দ্র যথা পাত্র মিত্র সনে
বসিয়া নীরবে, হায়, বিষণ্ণ বদনে,
লুপ্তকান্তিপুঞ্জছটা, দেখনা চাহিয়া,
নৃপতিসোদর, মহারথী পার্থ যথা,
কর্ত্তব্যবিমূঢ়, হায়, তব আচরণে।
"রক্ষক ভক্ষক আজি হইল সার্থক।"
"বৃথা গঞ্জ, চোবেলাল, বৃথা গঞ্জ মোরে"
কহিল ব্রীটনবীর শ্রীমুড সুমতি —
"বিহিত উপায়, হায়, সাধিতে মঙ্গল,
গ্রহেছি, নিবস্রি নৃপক্ষিপ্তচমূকুলে,
ভাবি দেখ সবিশেষ, নাহি মম দোষ.
এ পুরে নিবাস মম শান্তিরক্ষা তরে,
স্বকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করেছি পালন।
উপদেশদানে নাহি হব উদাসীন
যতদিন প্রতিষ্ঠিত থাকি মম পদে।"
উপেক্ষি সে উপদেশ, যদি ঘোর রণে
মাতেন ক্ষত্রিয়পতি, নাহি তাহে ক্ষোভ ;

প্রদানিব যোধগণে পুন প্রহবণ।”
এতেক কহিয়া বীব নিরবিল যবে
উত্তরিল সহৃদয় বীর চোবেলালঃ—
“বিফল সলিলগতে আলিবন্ধ কবা!
নির্ব্বাণ প্রদীপে তৈল দিযা কিবা ফল?
কি ফল উত্তাপ গতে অযস পাড়নে?
নিরুৎসাহ চমূকুল, তব প্রপীড়নে,
আর না ধবিবে অস্ত্র রাজাব কাবণে।
কনক-আসনচ্যুত এবে নৃপমণি
মহাবাজ শূবচন্দ্র প্রকৃতিবৎসল
আব না সহাস্যমুখে উজলি প্রাসাদ
পালিবে অপত্যস্নেহে দীনহীনজনে।
অনাথা হইল পুবী, অনাথা প্রকৃতি,
মুকুট মুকুতাশোভী হৈমচূড়া চারু
সুচারু শাসন-দণ্ড, রত্নখচিত
কনক-আসন, হায, গেল চিবতরে।
হায এ ভাবতভূমে পূণ্য আর্য্য-ভূমে—
বীণাপাণিবরপুত্র ত্রিদিবনিবাসী
দীপ্তিমান ধর্ম্ম যথা কবি বত্নাকব,
বেদব্যাস, কালিদাস, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,
কপিল, গৌতম বুদ্ধ তাপসবতন—
সমুজ্জ্বল ধ্রুবতাবা ভাবতগগণে,

বিধির বিধানে জন্ম লভিল যে ভূমে
হায় সে ভারতভূমে পুণ্য আর্য্যভূমে
বহিছে দুরিতস্রোত অবিরামগতি।
পবিত্রসৌহার্দ্দভাব, বিমল পীরিতি,
ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে, হায়, বৃথা অন্বেষণে
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়,' কে পুন সাহসে
ভারতযুবকে শিক্ষা করিবে প্রদান।"
ধ্বনিয়া গগণ, ঘণ্টা উঠিল বাজিয়া;
পশিল ভোজন-গৃহে চিন্তাকুলমনে
শ্রীমৃত্ বারকেবীর ব্রিটিশসেনানী।
আজানুলম্বিত বাহু অমিত-সাহসী
গুর্খাপতি চোবেলাল ক্ষত্রিয়তিলক,
ক্ষোভভরে সৈন্যাবাসে করিল প্রস্থান।
দরবার-গৃহমুখে চলিল ভূপতি,
গভীর কালিমাছায়া বদনমণ্ডলে,
পশ্চাতে অনুজ, সুধী তঙ্গাল সেনানী
পায়, পায়, ধায় ধীরে অ,নত বদনে।
অস্তাচলচূডাচুম্বী দেব ত্বিযাম্পতি
লোচনআনন্দকরকনকবরণ,
বিস্তারি ময়ূখমালা, সহাস্যবদনে,
চিত্রিছে, মোহন রাগে, ভূধর, শিখর,
হর্ম্ম্যমালা স,রি সারি, সরসী, তটিনী,

দর্শক মণ্ডলী মোহি যথা ঐন্দ্রজালী,
হিরণ্ময় জ্যোতি-পুঞ্জে, আবরে কৌশলে
মৃত্তিকাজ ভাণ্ড, পাত্র, শরাব কলসী।
কৃকলাশবর্ণাঙ্গিণী কাদম্বিনীগণ,
অপূর্ব্ববরণে ধরি মোহিনী মূরতি,
ভূধরে অধর দানে করিছে প্রযাণ।
ইন্ধনভারাবনতা পার্ব্বত্যরমণী
ত্যজি উপত্যকা চারু সমতলভূমে
কুটীর-উদ্দেশে, ধায় গজেন্দ্রগমনে ;
বিহগবিহগীকুল বসি তরুশাখে,
গাহিছে সায়াহ্ন গীত দিবা অবসানে।

ইতি সেনাপতি-সংহার কাব্যে অদ্রপবিহারো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

আবালবনিতাবৃদ্ধ মণিপুরবাসী
শোকের সাগরে ভাসি কাঁদে দিবানিশি।
কাতারে, কাতারে আজি শোকে ম্রিয়মাণ
বালক, যুবক, বৃদ্ধ চলে রাজ-পথে।
সুচারু বসন, ভূষা ত্যজিয়া বিলাসী,
মলিন বদনে বেগে করিছে প্রয়াণ ;
গৈরিক বসনধারী ধার্ম্মিক প্রেমিক,
বিষাদে আমোদপ্রিয় আমোদবিরত.
সঙ্গীত, বাদিত্র ত্যজি সঙ্গীত-আলাপী,
শোকাশ্রুনয়নে বেগে ধায় পদব্রজে।
সম্ভ্রান্ত সদ্বংশজাত পুরুষ-পুঙ্গব
যক্ষপতি সম ধনী বণিকনিচয়,
আরোহি শিবিকাযানে. কেহ অশ্বযানে,
চলিযাছে রাজপথে শিবির উদ্দেশে,
কনক-আসনত্যাগী যথা নৃপমণি
বিষাদসাগরে মগ্ন, নিরানন্দ শোকে।
অর্পিতে রাজেন্দ্র পদে ভক্তি-উপহার,
মুকুতারতনরাজি আনে ধনপতি ;

সুমূল্য কৌষিক, কেহ চারু আভরণ,
ভেটিতে ভূপতি পদে আনিছে যতনে।
কোথা পাবে রত্ন-বাজি দুর্ম্মূল্য মুকুতা
দৈনন্দিন উপার্জ্জনে নিবসে যে জন ;
নাহিক রতন চারু, নাহিক ভূষণ,
নাহিক সুমূল্য চারু বস্ত্র পরিচ্ছদ ;
নয়ন-আসার-জাত সুচারু মুকুতা
অজস্র বিসর্জ্জি হায়, রাজীবচরণে
প্রদানিবে উপহার নিঃস্বনরনারী।
রজত, কাঞ্চন, মণি নহে তার তুল,
প্রীতির সে উপহার ভূতলে অতুল।

একাকিনী শোকাকুলা প্রাসাদভবনে
কাঁদেন বিষাদে সাধ্বী দুখিনী মহিষী
বিচ্ছেদ-বিহ্বলা যথা নারীকুলোত্তমা
বৈদর্ভী রোরুদ্যমানা গহন কাননে,
নরকুলোত্তমকান্ত ত্যজি দুখিনীরে,
প্রবেশিল যবে ঘোর অটবী মাঝারে।
আনন্দলহরী তুলি ভ্রমিছে অদূরে,
কামিনীকুমারীবর্গ প্রাসাদপ্রাঙ্গণে,
উৎসবপ্রমত্তবামা যথা ব্রতালয়ে।
একাকিনী কক্ষে বসি, কাঁদে দিবানিশি,
বিষাদব্যাকুলা বামা রাজেন্দ্রমহিষী।

নিশারআসারসিক্ত যেমতি প্রসূন,
ঘ্রানেন্দ্রিয-স্নিগ্ধকর লোচননন্দন,
বৃন্তছিন্ন কীটদন্তে—তীক্ষ্ণ ক্ষুরপুণ;
বিমর্দ্দিত কুন্দ কিম্বা নেত্রবিমোহন,
বসন্ত-আগমে মত্ত মাতঙ্গচরণে ;
অথবা মাণিক্যহীন সাপিনী যেমন
বিষাদে প্রণতচক্র হেরিয়া অর্জ্জুন ;
তেমতি বামার হায় মলিন বদন।
মধুর অধরে নিত্য খেলিত যে হাসি,
কোথা সে মধুরহাসি সৌদামিনীচ্ছটা ?
সেমুখউজ্জ্বলকান্তি, সে বপুর বিভা,
কামের কটাক্ষ শর, কোথা সে লোচনে ?
পেশল শয়ন ত্যজি, দুখে বিরহিনী
শায়িতা ভূতলে। দেহ ধুলা ধূসরিত,
কুসুম-বিভ্রষ্ট চারু কবরী-বন্ধন.
আয়ুহীন অহি যথা পড়ি মহীতলে।
প্রভঞ্জনাঘাতে, যবে কোমলা বল্লরী
তরুবর-আলিঙ্গনে হইযা বঞ্চিত,
পড়েরে ভূতলে, দুখে বিকলঅন্তরা,
শ্রীকান্তবিরহে আহা ! তেমতি দুখিনী,
সন্তপ্তহৃদয়ে করে অশ্রুবরিষণ।
হৈমবতী সহচরী সুচারুলোচনা,

মহিষীর দুখে হায়, সতত দুখিনী,
ধীরে আসি, দেখা দিলা আঁধার ভবনে—
আঁধার সে জন বিনা নৃপতিরতন,
গোকুল আঁধার যথা গোবিন্দ বিহনে।
মধুর বচনে সতী অমৃতভাষিনী
ভূপতিতা মহিষীরে কহিল সম্ভাষি :—
"উঠ, উঠ মহারাণি, সাজে কিগো তব,
ভূতলে শয়ন? রাজার নন্দিনী তুমি,
দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, সুচারু পালঙ্ক
পরিহরি এ শয়ন সাজে কিগো তব?
এলায়ে পড়েছে বেণী, কবরীবন্ধন;
শিরোঙ্কভূষণ তব পড়িয়া ভূতলে;
নয়নজনদীনীরে প্লাবিত বদন।
মধুর অধরে নিত্য খেলিত যে হাসি,
বিষাদের রেখা তাহে হেরি সুহাসিনি!
মরি! মরি! কোমলাঙ্গি মরিগো বিষাদে;
কোমল ও অঙ্গ তব কঠিন শয়নে,
কতই যন্ত্রণা হায়, সহিছে কাতরে।
উঠ, উঠ মহারাণি, সাজে কিগো তব
ভূতলে শয়ন? রাজার নন্দিনী তুমি
দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, সুচারু পালঙ্ক
পরিহরি এ শয়ন সাজে কিগো তব?

উঠ উঠ সুনয়নি, নয়ন উন্মীলি
বাক্যসুধা বরিষণে তোষ এ দাসীরে।”
এতেক কহিয়া বামা সদা চিত্তব্রতী
নিরখিলা হৈমবতী। বসন-অঞ্চলে
শুকাইল অশ্রুবিন্দু মহিষী-লোচনে,
তরুণঅরুণকরে, যথা সরোবরে,
সরসিজপর্ণশোভী নিশার আসার
শুকায় প্রভাতে সতী উষা দয়াময়ী।
সযতনে পাংশু রেণু ঝাড়ি করতলে,
বসিল বরাঙ্গী পার্শ্বে চঞ্চলনয়না।
বিষাদে কহিলা সাধ্বী রাজেন্দ্র-মহিষী ঃ—
“কে এলি, কে এলি, মোর আঁধার ভবনে,
আইলি স্বজনি মোর হৈমবতী সতী ;
সন্তপ্ত নয়নজলে সদা আঁখি জলে,
দেখিতে না পাই সখি, এ পোড়া লোচনে।
যে অবধি গেছে হায়, হৃদয়রঞ্জন
পরিহরি অধিনীরে এ পাপ ভবনে,
মলিন সতত মোর হৃদয়-আকাশ।
পুরনারীব্রজ হায়, সুমিষ্ট আলাপে
আর না এ দুখিনীরে সম্ভাষে স্বজনি।
অস্তাচলচূড়াগামী অংশুমালী যবে,
আঁধার সরসে আঁখি মুদে রবিপ্রিয়া ;

মধুপ্রিয় অলি আর নাহি মধুলোভে,
মধুর গুঞ্জনে তথা ধায়লো স্বজনি !
কুচিন্তা কুস্বপ্ন নানা উদি ক্ষণে, ক্ষণে,
দিতেছে ভীষণ ব্যথা ব্যথিত পরাণে।
ভিক্ষাজীবি বেশে কালি দেখিনু স্বপনে,
কমণ্ডলু করে লয়ে ভ্রমিতে বল্লভে।
অভাগিনী ছায়া সম ধাইছে পশ্চাতে ;
স্মরিলে সে শোকচ্ছবি, হায়লো স্বজনি,
বিদরে হৃদয় মর্ম্ম বিষাদেতে ভরা।
হায়রে দারুণ বিধি ! কি পাপে এ তাপে
তাপিছ তাপিত প্রাণ নারিনু বুঝিতে।"
কাঁদিলা বিষাদে বামা ভাসি অশ্রুনীরে,
মঞ্জরিত শাখী যথা ঘোর নিশাকালে,
নিশার শিশির বিন্দু ফেলে ঝরঝরে।
"সম্বর শোকাশ্রু, সখি, সম্বর বিলাপ,"
কহিলা বিষাদে সাধ্বী হৈমবতী সতী :—
"অনন্ত গগণ সখি, দেখহ উপরে,
ঘন ঘনজাল যবে আবরে তিমিরে,
লুকায় তারকাবলি ইন্দু সহচর ;
বিদরে বিমানবক্ষ কুলীশগর্জ্জনে ;
কিন্তু সে জলদাবলী অন্তরিত যবে,
রজনী রজনীকান্তে পায় গো ফিরিয়া ;

দ্বিগুণ কৌমুদী রাশি বিস্তারি চৌদিকে,
সোহাগেন নিশানাথ আদরে নিশারে।
স্বচ্ছতোয়া, প্রবাহিনী, দেখহ ভূতলে,
কর্দ্দমপূরিত, সখি, প্লাবন-পীড়নে,
বরিষার কালে যবে জলদ-আবলী
পয়োধারা দিবানিশি ঢালে মহীতলে।
কাতর সে প্রবাহিনী প্লাবনপীড়নে,
সে স্বচ্ছ তরল বক্ষ, জলদপটল,
গভীর তিমির বর্ণে আবরেগো সখি!
প্লাবন বিগতে পুন ঋতু-বিবর্ত্তনে,
হাসেগো হীরকজ্যোতি তারকামণ্ডলী,
শশাঙ্ক প্রশান্ত মূর্ত্তি, নীলিমা আকাশ,
হাসেগো মিহির মূর্ত্তি, সৌরকরে ঝলি
হাসে লতা, হাসে তরু উপকূল-শোভী,
স্তিমিত সলিল-বক্ষে অনন্ত উল্লাসে।
পুনঃ সে মোহনহাস্য হাসিবেগো সখি;
বিষাদব্যথিত হিয়া, শুন সুবদনি,
অনন্ত উল্লাসভরে নাচিবে অচিরে।
দাম্পত্য সোহাগ, সুখ হবে প্রতিভাত
বিশুদ্ধ অন্তরে তব পতির মিলনে।
সম্বর শোকাশ্রু সখি, সম্বর এ দুঃখ;
অন্নজল বিনা তব শীর্ণ কলেবর,

অনশনে কেন আর বাড়াও যাতনা।"
নিরখিলা সহচরি শান্তি মহিষীরে ;
নীরব সে চন্দ্রগেহ ; অদূরে ফিরিছে
বামাবৃন্দ, সবে উৎসব-কৌতুকে মাতি।
চিকণিয়া মালা কেহ গাঁথিছে যতনে ;
সরস পল্লব-স্রজ গৃহ দ্বারে দ্বারে,
দিতেছে ঝুলায়ে শিল্পী মহান্ উল্লাসে,
গাইছে গায়কী দল, নাচিছে নর্ত্তকী,
সঙ্গীতবাদিত্রজাত মধুর নিক্কণে,
উল্লাস-তরঙ্গ যেন উথলিছে বেগে।
বিষাদে কহিলা রাজ্ঞী সম্ভাষি সখিরে :—
"দুর্দ্দিনে মঙ্গলবাদ্য শুনিলো স্বজনি !
থরথরি হিয়া মোর কাঁপিছে সঘন।
হৈমধ্বজ দেবগৃহে পূজিতে কেশবে,
সচন্দনপুষ্প লয়ে প্রবেশিনু যবে,
অমঙ্গল চিহ্ন কত দেখিনু স্বজনি !
ফুল সাজি, ভূমে খসি, পড়িল সহসা ;
সুচারু কুসুমরাশি চুম্বিল অবনী,
সহসা প্রবেশ-পথে রোধিল কে গতি,
খুলিল কিঙ্করী দ্বার, সভয়ে প্রবেশি
দেখিনু সম্মুখে সখি, শুষ্ক পুষ্পরাশি
চতুর্দ্দিকে ভূমিতলে রয়েছে পড়িয়া।

ঘৃতদীপ পূজাগৃহে সহসা নিবিল
করস্থিত কুশি খসি পড়িল ভূতলে ;
নিবদ্ধ অঞ্জলি, সখি, গভীর কম্পনে
খুলিল সহসা হায়, পাদ্যঅর্ঘ্যফুল
না চুম্বি মাধব পদে চুম্বিল অবনী।
আর আর দুর্লক্ষণ কত যে দেখিনু,
কেমনে বর্ণিব সখি, আকুল পরাণে ?
পরদিন নিশাকালে প্রাসাদভবনে
জ্বলিল বিদ্রোহ-বহ্নি কালানলতেজে।
চিরতরে হায়, মম ভাঙ্গিল কপাল,
কি সাধে, এ পোড়া প্রাণ ধরিলো স্বজনি।"
কাঁদিলা বিষাদে রাজ্ঞী তিতি অশ্রুনীরে ;
কাঁদিলা নীরবে সখি হৈমবতী সতী।

হেনকালে দ্রুতগতি উতরিল দূতী
নীরব সে চারুগেহ, দেখিল সভয়ে,
রুদিছে অজস্রধারে রাজেন্দ্র-নন্দিনী,
সন্তপ্ত-সলিল-স্নাত মাধবীবল্লরী,
নিদাঘ-পীড়িতা কিম্বা তটিনী যেমতি।
প্রণমি মহিষী-পদে, সম্ভাষিল দূতী —
"সম্রাট-আদেশে দেবি, আসিয়াছি দাসী,
রাজীব চরণে তব করি নিবেদন।
তোরণে শিবিকাবহ, রক্ষীকুল সনে

শিবিকা-আসন লয়ে অপেক্ষিছে দেবি।"
উন্মীলি নয়ন, রাজ্ঞী দেখিলা সম্মুখে,
দূতীর মোহন ছবি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
লোহিত বসনে চারু আবরিত দেহ,
সুশজ্জিত বাহুলতা প্রবাল বলয়ে,
হরিত পল্লব নব শোভে করতলে।
বিস্ময়ে কহিলা রাজ্ঞী সম্ভাষি সখিরে,—
"দিবসে স্বপন সখি, হেরিনু কি আজি!
হের হের, দ্বারমুখে মিলিত নয়নে,
বিস্তারিছে মায়াজাল কোন্ কুহকিনী।
ছায়াবাজী একি সখি, অথবা স্বপন
এ পোড়া লোচনে আজি করিল মোহিত?"
"নহে ছায়াবাজী দেবি, নহি মায়াবিনী"
বিশ্বস্ত বচনে তবে কহে রাজদূতী;—
"নহে আগমন মম, তব নিকেতনে,
বিস্তারিতে মায়াজাল শুনগো জননি,
নহি ছদ্মবেশী আমি, নহিগো কপটী,
মানবী, দেখহ দেবি, দৌত্য কর্ম্ম সাধি!
পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে গিরি-গোবর্দ্ধনে,
হৃদয়বল্লভ তব মানসরঞ্জন
করিবেন শুভযাত্রা আজিগো প্রদোষে;
চারিদিকে আয়োজন হতেছে তাহার।

অশ্রুনীরে ভাসি, বিলাপে উচ্ছ্বাসি
আবালবনিতাবৃদ্ধ জনপদবাসী।
শোকে ম্রিয়মাণ বহিয়া শিবিকা-যান
আগত শিবিকাবহ প্রাসাদভবনে।
গা তোল, গা তোল দেবি, শিবিকা আরোহি,
চলহ সত্বর যথা দয়িতা-বিরহে
বিরাজেন ক্ষত্রপতি বিষণ্ন বদনে।
ওই শুন, পুরবাসী কহে উচ্চরবে;
গবাক্ষে শ্রবণ দিয়া শুনগো জননি —
'চল ভাই, সবে মিলি রাজেন্দ্র-চরণ
বিধৌত করিব আজি নয়নসলিলে।
ভকতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শি সম্রাটে,
রাখিব জগতীতলে সুকীর্ত্তি-পতাকা।
চল সবে পদে ধরি করিব মিনতি,
যেওনা, যেওনা পিতঃ, ত্যজি পুত্রগণে;
যদি নাহি কর্ণপাত করেন বচনে,
রথচক্র-গতি আজি রোধিব সকলে
যদিও বিফল তাহে হয় মনোরথ
অবশেষে ক্ষুণ্নমনে "হা রাজন্" রবে,
চক্রতলে পড়ি হত হইব সকলে।'
গবাক্ষে কটাক্ষপাতে দেখ ক্ষত্রবধু
পয়োধি-তরঙ্গ সম মহান্ কল্লোলে

ধাইছে নগরবাসী কাতারে, কাতারে ;
ভিক্ষাজীবি শত শত তোরণ সম্মুখে
"হা রাজন্" রবে, দেবি, বিদারে গগণ।
সিংহদ্বারে দৌবারিক ভীষণ মুরতি
আঘাতিছে ভীম দণ্ডে হায়, আর্ত্তজনে।
কাঁদিছে কামিনীকুল হাহাকার রবে ;—
'রাজেন্দ্রনন্দিনি, হায়, তব অদর্শনে
কেমনে এ দগ্ধ পুরে ধরিব জীবন।
তব সম দয়াবতী কে আছে জগতে ;
সুধামাখা কথা তব শুনিবনা আর ;
করুণ বচনে আর কে তুষিবে দেবি।
এইরূপে নানাছাঁদে কাঁদিছে, মহিষি,
অধীরা কামিনীকুল ভবনে ভবনে।
ধন্য ধন্য মহারাজ, ধন্য মহারাণি !
ভক্তিপাশে বাঁধা যার হেন পুরবাসী ;
মণিপুর ধন্য তুমি, ধন্য পুরবাসি।
ধন্যরে ভকতি হেন ক্ষত্রিয়হৃদয়ে !"
ভূতলশয়ন ত্যজি উঠিলা মহিষী,
আশালতা অঙ্কুরিত হইল হৃদয়ে ;
বৈদ্যুতিক শক্তি দেহে হইল সঞ্চার ;
নীলোৎপল আঁখিযুগ ভাতিল বিভায়।
প্রীতিভারে উজলিল বদনমণ্ডল,

দিগ্মণ্ডল যথা দেব ত্বিষাম্পতিকরে।
সম্ভাষি দূতীরে রাজ্ঞী কহিলা হরষে,—
"কি সম্বাদ দিলি দূতি, দুখের সময়,
কি দিয়া তুষিব তোমা, তুমি প্রিয়ম্বদা,
প্রদানি এ প্রিয়বার্ত্তা দিলি গো জীবন।
দিলাম তোমারে, দূতি, প্রীতিপুরস্কার
কণ্ঠের ভূষণ মম চারু কণ্ঠহার।
সখিলো, ভেবেছি মনে বহু দিন হ'তে,
পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে, গিরিগোবর্দ্ধনে
মহারাজ সনে সুখে শুভযাত্রা করি,
মানবজনম তথা করিব সার্থক।
সখিলো, ভেবেছি মনে বহুদিন হতে
সুস্বনা যমুনাগর্ভে অবগাহি সুখে
শুচিপ্রাপ্ত হবে দেহ প্রসন্ন সলিলে।
প্রফুল্ল প্রসূনমালা করিয়া রচনা
সুরধুনী-উপকূলে প্রত্যহ উষায়
মনের প্রসাদে, সখি, আরাধিব দেবে।
অতিথি, ভিক্ষুক নিত্য আসিলে দুয়ারে,
ক্ষুধায় পীড়িত হ'য়ে ফিরিবে না কভু।
তাপসী, সন্ন্যাসী, যতি আসিলে ভবনে,
সৎকারি প্রসন্নমনে অশেষ উপায়ে
পরম পীরিতি-নীরে হইব মগন।

পিপাসিতে পয়োদান, দরিদ্রে বসন,
বিপন্নে অভয় দান, ক্ষুধার্ত্তে আহার
প্রদানি প্রফুল্ল চিত্তে কান্তাকান্ত দোঁহে
নশ্বর মানবজন্ম করিব সার্থক।
এতদিনে আশা মম পূরিল স্বজনি,
কংসারি মুরারি হরি বাজায়ে বাঁশরী
(উছলে যমুনা নীর যে মোহন রবে)
ভ্রমিল গোকুলে রঙ্গে সঙ্গে গোপাঙ্গনা।
বসন করিয়া চুরি, বিপিনবিহারী
কদম্ব তরুর শাখে, হাসি মৃদুহাসে,
নারীগণে দিতে লাজ, উঠি রসরাজ
দেখালেন চারুলীলা যমুনা-পুলিনে,
বিবসনা ব্রজাঙ্গনা যবে অধোমুখে
জীবনবসনে কটি আবরিল লাজে।
ছলিলা নিকুঞ্জে হরি গোকুলবিহারী
বিদেশিনী বেশে বৃষভানুসুতে,
ভঞ্জিল রাধার মান রাধিকারঞ্জন।
হায় রে, সে লীলাস্থলী মহাপুণ্য-ভূমে
পূরাতে এ অধিনীর চির মনোরথ
সঙ্কল্প করেছে, সখি, হৃদয়বল্লভ।
হা নাথ ! এ দয়া তব ভুলিব কেমনে।
বসুক ক্ষত্রিয়বর যুবরাজ বলী

কনক-আসনে সুখে মহান্ উল্লাসে
রাজ্ঞীপদে সমারূঢ়া হউক রমণী
সুশীলা সৌভাগ্যবতী কুলবতী সতী।
ভিখারিণী বেশে, সখি, যাব বৃন্দাবনে,
অতুল বিভবে মম নাহি প্রয়োজন;
ভূপেন্দ্রচরণ মম ভরসা কেবল।
সে চরণ-অরবিন্দ লাভে অভাগিনী
দুস্তর সাগর, গিরি, মরু, নদ, নদী
লঙ্ঘিতে কাতর কভু নহেলো স্বজনি।
জনক-আত্মজা সীতা রঘুকুল-বধূ
ছায়া সম বনে, বনে ধাইল পশ্চাতে
দশরথাত্মজ সুধী বীর রঘুনাথে।
পঞ্চপতিপরিবৃতা, পশিলা কাননে
যাপিতে অজ্ঞাতবাসে বর্ষ চতুর্দ্দশ,
যাজ্ঞসেনী পুণ্যশ্লোকা দ্রুপদদুহিতা।
প্রাসাদভবনে বাস, দিব্য রাজভোগ,
দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, পালঙ্কে শয়ন
ত্যজি চির তরে, সখি কুটীর-আবাসে,
অরণ্যানীজাত কন্দফলমূলাশনে,
তৃণময় শয্যোপরি ভূতলশয়নে,
কি ক্লেশ, স্বজনি, মম বল ব্রজপুরে?
নয়ন-আসারে ভাসি কহিলা কাতরা

চারুশীলা হৈমবতী মধুরতাময়ী :—
"রাজেন্দ্র-মহিষি, হায়,নে তব শ্রীপদ
কেমনে এ পাপপুরে ধরিব জীবন।
তব অদর্শনে, হায় পুরনারীব্রজ
কাঁদিবে অধীরা সবে অশ্রুনীরে ভাসি।
কেশববাসনা রমা প্রাসাদভবনে
হ'বে অন্তর্হিতা, সখি, তব অদর্শনে।
পদ্মালয়ারূপী তুমি, তব অদর্শনে
হতশ্রী হবে গো, সখি, এচারুনগরী।
চির সহচরী, সখি, তব এ অধিনী
দুশ্ছেদ্য প্রণয়-পাশে রাখিলে বাঁধিয়া,
অকূল পাথারে মোরে ভাসায়ে স্বজনি,
চলিলে এ পুর হ'তে। হায় রে, কেমনে
ধরিব এ পোড়া প্রাণ, তব অদর্শনে।
বসন্তবিগতে মধুসখা যায় চলি
ঋতুরাজ সমুদিত পুন যে প্রদেশে।
চাতকিনী ধায় যথা চলে কাদম্বিনী,
স্রোতস্বিনী স্রোতমুখে ধায় তৃণরাশি,
যথা মেঘ তথা, সখি, নিবসে তড়িত্।
দুখিনী অভাগীজনে তুমি দয়াবতি,
যেগুণে প্রণয়-পাশে বেঁধেছ বাঁধিয়া,
সেইগুণে তারে লয়ে চল ব্রজপুরে
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তব নারিব সহিতে।"

নিবরিলা হৈমবতী অমৃতভাষিণী।
গার্হস্থ্যজীবনে নাহি দিতে জলাঞ্জলি,
বুঝাইল শতোপায়ে রাজেন্দ্র-মহিষী।
কতই কাঁদিলা বামা বিষাদ-ব্যাকুলা।
আহা। সে নয়নবারি আর্দ্রি গণ্ডস্থল,
মুকুতা-নিকর সম পড়িল ভূতলে।
মরি! কি সৌখ্যতাভাব হৃদয়-মিলন,
অপার্থিব সে প্রণয়, দুর্লভ জগতে।
অমূল্যরতন প্রেম, প্রগাঢ় প্রণয়,
প্রেমের পয়োধি যিনি বিশ্বরচয়িতা,
রচি সে রতন চারু অনপায়ী জ্যোতিঃ,
মানস-খনির গর্ভে রাখিলা কৌশলে।
মাণিক্য, রত্ন কিম্বা রাজ্য বিনিময়ে
অমূল্য সে নিধিলাভে বঞ্চিত মানব।
ধন্য ধনি শূরপ্রিয়া, তুমিও রমণি
রূপবতি হৈমবতি অমৃতভাষিণি
জ্বলন্ত প্রণয় হেন হৃদে যার জাগে।

ভ্রমিছে প্রমোদকুঞ্জে রঙ্গে কুলবতী,
লাক্ষারসসুরঞ্জিত চরণে নূপুর
রুণু রুণু ঝুনু বোলে বাজিছে মধুর।
সুচারু অম্বররূপী বিশালনিতম্বে
ছায়াপথ-অনুকারী খেলিছে মেখলা।

সূর্য্যপ্রাণা সূর্য্যমুখী সম সরোবরে,
কাঞ্চনকুসুম শোভে সুচারু কুন্তলে।
মনোজ্ঞ বলয করে, কণ্ঠে কণ্ঠমালা,
পীনোন্নত পযোধর কবচে আবৃত।
সঙ্গে রঙ্গে ভ্রমে বামা কোতালরূপসী।
মধুর অধরে হাসি ভাসে ঢল ঢল,
প্রীতি-উদ্ভাসিত সদা বদনমণ্ডল।
নিষ্কলঙ্ক শশী যথা পৌর্ণমাসী দিনে।
প্রেমের বন্ধনপাশ বাহুলতা চারু,
সুবিশাল বক্ষ, অনন্ত প্রেমের কক্ষ।
বিশ্বজনবিমোহন সুচারু নযন।
চিকণ চিকুরে ঝলি শোভে স্বর্ণসিঁথি,
কাদম্বিনী-কোলে মরি বিজলীর ছটা।
শৃঙ্খলিযা করে, ভ্রমিছে, উল্লাসভরে,
রঙ্গিণী মাতিযা রঙ্গে দোঁহে কুঞ্জবনে।
অবচযি নানা ফুল মল্লিকা, যূথিকা
গোলাপ, সেবন্তী জুঁই, কনক-চম্পক
গ্রথিছে সুচারু স্রজ অদূরে কিঙ্করী।
কুসুমকেশরবাহী মন্দ সমীরণে
দুলিছে ব্রততীশীর্ষ, মুকুল, পল্লব।
ফুলে, ফুলে মধুলোভে বসে মধুকর,
নীরবে উড়িয়া পিক বসে ডালে ডালে।

স্তবকে স্তবকে পুষ্প রয়েছে ফুটিয়া,
চতুর্দ্দিক আমোদিত সৌরভে তাহার।
স্থানে, স্থানে উৎসবারি উথলিছে বেগে।
কোথাও পাদপমূলে পাষাণনির্ম্মিত
উলঙ্গ রমণী-মূর্ত্তি রয়েছে দাঁড়ায়ে,
কোথাও নিপানকূলে কৃত্রিমা কামিনী
বাঁকায়ে বঙ্কিম গ্রীবা নির্ম্মলসলিলে
হেরিছে সৌন্দর্য্যভাব সহাস্যবদনে।
অনাবৃতপয়োধরা আলুথালুকেশা
কোথাও দাঁড়ায়ে নারী কৃতাঞ্জলিপুটে;
বনবাসিনী বামা কেহ রাখি করতলে,
সুপুচ্ছবিহঙ্গবর পালে সযতনে।
কোথাও প্রসন্নমূর্ত্তি তাপসরতন
মগ্ন মহাতপে, তপোধন রত্নাকর যথা।
পতঙ্গ, বিহঙ্গ শিরে বসিছে অবরে
ফলফুলসুশোভিত ত্যজি তরুশাখা;
নড়িছে পল্লব নব, মারুত-হিল্লোলে;
রাশি, রাশি বৃন্তচ্যুতকুসুম সরস
যোগীন্দ্রমস্তক চারু করিছে চুম্বন।
ভকতি-কুসুমাঞ্জলি, যেনরে, প্রকৃতি
প্রদানিছে সে পুরুষে সমাধিমগন।
প্রমোদ-উদ্যান হেন বঙ্গে কুলবতী

কুঞ্জ হ'তে কুঞ্জান্তরে করিছে গমন।
সঙ্গে বামাকুলমণি ফোতাল রূপসী,
বিস্মিত টেকেন্দ্রজিত-মোহন-মূরতি
হৃদয়নিহিত যার প্রেমসরোবরে।
ভুজে ভুজ দিয়া, দোঁহে করিছে বিহার,
চঞ্চল চরণে চলে মধুর শিঞ্জনে
রুণু রুনু ঝুনু বোলে বাজিছে নূপুর,
মধুর মধুর ধ্বনি ক্ষরিছে সে রবে।
সে চারু চরণচাপে নহেরে কাতর
হরিত বরণ নব শ্যাম দূর্ব্বাদল।
সে চারু অঙ্গুলিদানে ব্রততী শিরয়ে
ফুটেরে কুসুমকলি ছড়ায়ে সুরভি।
আহ্বানেরে তরু, লতা, পল্লব আন্দোলি,
রমণী-রতনযুগে মহান্ উল্লাসে।
গুঞ্জরিয়া অলিকুল ত্যজি ফুল্ল ফুল
পশরে উদাস প্রাণে বদনকমলে।
কূজনিয়া বিহঙ্গম বসে ডালে ডালে,
কোকিল-কাকলী তুলি সঙ্গীতলহরী
অমিয় বর্ষণ করে শ্রবণকুহরে।
কতক্ষণে ভ্রমি দোঁহে বিহার-বিপিনে,
বসিল প্রমোদ-মঞ্চে শ্রান্ত কলেবর;
পদ্মমুখী পদ্মাবতী চিরসহচরী

প্রমোদ-উদ্যানে ধীরে আসি দিলা দেখা।
চঞ্চল চরণে শোভে অলক্তক রেখা ;
অধর তাম্বুলরসে চিত্রিত সুরাগে ;
কাদম্বিনী বর্ণ জিনি চিকুর চিকণ ;
প্রভাত-গগণরূপী কপোল কোমল।
নয়নরঞ্জন শোভা নয়ন যুগলে,
সুচারু অঞ্জনরেখা অঙ্কিত তাহাতে ;
শোভেরে ভ্রমরাপাঁতি যেন শতদলে !
বর্তুল বাহুর কিবা শোভা মনোহর।
সে চারু বাহুর শোভা না ধরে ব্রততী ,
না হাসে শারদ শশী সে মোহন হাসি।
সুচারুহাসিনী হাসি, প্রমোদ-মণ্ডপে
কহিল উল্লাসভরে প্রমদা যুগলে —
"শুন সখি কুলবতি, ফোতাল রূপসি,
সুচারু স্বপন আজি দেখিনু প্রভাতে।
প্রাত্যহিক কর্ম্ম সারি, প্রমোদ-উদ্যানে
সে চারু সম্বাদদানে, আসিলাম ধেয়ে।
হেরিনু স্বপনে, সখি, যুবরাজবরে
কনক-আসনাসীন রাজদণ্ডধারী।
সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিনু সম্মুখে,
কুমার টেকেন্দ্রজিৎ বীর সেনাপতি !
প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে, প্রফুল্ল বদন।

মাধবরমণী রমা বিশ্ববিমোহিনী
আশিষিতে যুবরাজে সহাস্যবদনে
হেরেছি স্বপনে, সখি, কহিনু তোমারে।”

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি কহিলা বিষাদে,
রমণীরতন সাধ্বী কুলবতী সতী —
“সখিরে, বিষণ্ণ সহসা হইল মন
না জানি কেমনে হায় হইল এমন।
প্রাণেশ আছেত ভাল ? পদ্মাবতি সখি,
যাওরে ত্বরিতে, ত্যজি এ প্রমোদ-কুঞ্জ
যাওরে, ত্বরিতে প্রাসাদভবনমুখে।
বিদ্রোহ-পাবক-শিখা জ্বালিল দেবর,
জিলাসিংহ, দোলাবাই পরশ্ব নিশীথে।
এখনও আতঙ্কে মম কাঁপিছে হৃদয়,
অন্তরে ভীষণ কম্প হতেছে, স্বজনি,
দেখহ হৃদয়-পিণ্ড উঠিছে নাচিছে,
সব্যেতর আঁখি মম কাঁপিছে সঘন।
দেখ, দেখ, বৃক্ষডালে বসিয়া নীরবে
পিকবর, বিহঙ্গম চক্ষুবিনোদন,
তোষে না শ্রবণ আর মধুর কূজনে।
কোকিল-কাকলী নীরব সকলি, সখি
অদূরে হেরহ গাভী ধায় হম্বারবে,
ত্যজিয়া বিষাদে যেন শ্যামদূর্ব্বাদল।

রোমন্থন-কুণ্ডয়ন-আহারবিরত
হরিণ হরিণী, হের, দাঁড়ায়ে অদূরে।
পয়স্বী সুরভি গাভী সদা নম্রশির,
সদ্যোজাত বৎসে, হের, নাহি অবলেহে।
বিষাদে শিখিনীকুল তরুবর শাখে
বাকায়ে সুগ্রীবা, হের, ভাবিছে কি মনে,
আখণ্ডলচাপশোভী পক্ষ মনোহর
আর না বিস্তারে, সখি, তুলি কেকা ধ্বনি।
কুঞ্জবহির্ভাগে দূরে কলকল স্বরে
ঐ শুন পুরবাসী চলে রাজপথে।
যাও, যাও, সখি, যাও প্রাসাদভবনে
যাও আশুগতি অতি যথা আশুগতি,
বিষাদ-অনলে মম জ্বলিছে অন্তর,
প্রবোধ-সলিল নাহি উপশম করে
অন্তর-যাতনা মম অন্তঃস্থলগামী,
জুড়াও তাপিত প্রাণ সে সম্বাদ আনি।

সহসা নূপুরধ্বনি হইল উত্থিত,
রুণু রুণ্ ঝুনু বোলে বাজিল মধুর
চরণ-নূপুর চারু ধ্বর নয়া গগণ
উঠিল কিঙ্কিণীবোল মধুর নিক্কণে,
ঝমঝম রবে কুঞ্জ উঠিল বাজিয়া।
ইন্দিরা, অতুলা বামা সঙ্গে সহচরী,

প্রবেশিল কুঞ্জবনে আলুথালু কেশে ।
কুঞ্জহতে কুঞ্জান্তরে করি অন্বেষণ,
ধাইল প্রমোদ-মঞ্চে বামা বৃন্দ শেষে !
চমকিল কুলবতী কুরঙ্গনয়নী ;
কুসুম-শয়ন ত্যজি উঠিল সভয়ে ;
কাতরা কামিনীবর্গে নিরখি সম্মুখে
উৎসুক-অন্তরে বামা কহিল জিজ্ঞাসিঃ—
"কি হেতু, ভগিনি, দোঁহে প্রমোদ-উদ্যানে
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান মঞ্চ-অভিমুখে,
দ্রাক্ষাবনে ভয়াকুলা নিষাদতাড়িতা
কুরঙ্গী পলায়মানা যথা বায়ুবেগে ?
ক্ষত্রপুরবাসী আজি কে হেন বর্ব্বর,
আক্রমে ললনাকুলে প্রমোদ-উদ্যানে ?"
এতেক কহিয়া বামা নিরবিলা যবে
কহিলা বিষাদে সতী ইন্দিরা সুন্দরী —
"ত্যজহ, ভগিনি, রোষ, বৃথা এ গঞ্জনা,
বৃথা এ গঞ্জনা তব, ভক্ত-পুরজনে ।
আজি মোরা অভাগিনী, শুনগো ভগিনি,
প্রাসাদভবন আজি হ'ল শূন্যময় ।
সৌন্দর্য্যপ্রতিমা সাধ্বী রাজেন্দ্র-মহিষী
ত্যজি এ নগরী আজি মহারাজসনে
করিবেন শুভযাত্রা বৃন্দাবন-ভূমে ।

চল সবে মিলি আজি বিদায়কালীন
জনমের মত হেরি সে চারু চরণ।"
উঠিল প্রমোদ-মঞ্চে বিলাপের ধ্বনি,
"নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি উঠিল জাগিয়া"
মণ্ডপে, মণ্ডপে, কুঞ্জে, তরুর কোটরে।
ছিঁড়িল ক্ষত্রিয়বালা চারু পুষ্পমালা
ফিরিল বিষাদে সবে প্রাসাদভবনে।

ইতি সেনাপতি সংহারকাব্যে বৃন্দাবনযাত্রা নাম,
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ স্বর্গ।

কনক-আসন-চ্যুত ক্ষত্রিয়-অধিপ
মহারাজ শূরচন্দ্র প্রকৃতি-রঞ্জন,
ভকত প্রকৃতিপুঞ্জে প্রবোধবচনে,
সুহৃদঅমাত্যগণে বিদায়ি বিষাদে,
গোকুল উদ্দেশে, হায়, আঁধারি ভবন,
আঁধারি নগরী, হায়, গেলা দেশান্তরে।
ললনাললাম সাধ্বী পতিগতপ্রাণা
চলিলা মহিষী সঙ্গে লক্ষ্মী-স্বরূপিনী,
যাঁহার সুচারু হাসি, নাশে তমোরাশি,
বিস্তারি বিমল বিভা আঁধার কুটীরে।
প্রণমি শোকার্ত্তমনে দীক্ষাগুরুজনে,
বীরবর পঙ্কসেন ভ্রাতৃ-পরায়ণ
অনুস্হল মহারাজে অম্লান বদনে,
তরুণ যৌবনে দিয়া জলাঞ্জলি সুখে,
রাঘব-অনুজ যথা সৌমিত্রি সুমতি
ধাইল পশ্চাতে যবে রঘুকুলমণি
পশিল মৈথিলী সনে দণ্ডককাননে।
আবালবনিতাবৃদ্ধ পুরনারীব্রজ,

ভূপেন্দ্র-বিয়োগে সবে অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
প্রবেশিল স্বস্বাবাসে সে দিন ভবনে
নিরানন্দ শোকে, হায়, বিষণ্ণ বদন!
মুরজ, মুরলী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, সেতার,
তুম্বকী, ঝাঁঝর, বেণু নীরব সকলি।
রঙ্গালয়ে রঙ্গলীলা, নৃত্য নৃত্যালয়ে
উৎসব, কৌতুক, ক্রীড়া স্থগিত সে দিন।
বিপণী আপণ রুদ্ধ শোকচিহ্ন হেতু।
প্রদোষে ললনাকুল তুলি কম্বু ধ্বনি
ভবনে ভবনে দুঃখে নাহি দিল "বাতি।"
বিকট স্বপন হেরি সে দিন নিশীথে
কাঁদিল কুমারবৃন্দ জননীর কোলে।
চমকিল পৌরজন ভবনে ভবনে।
প্রলাপজল্পিত ভাষে রোদিল রমণী,
কিড়িমিড়ি দন্তপাঁতি মুদ্রিতনয়ন
নিদ্রিত ক্ষত্রিয় কোন শয়ন-আগারে
উঠিল শয়ন ত্যজি মুষ্টিবদ্ধ করে।
নিদ্রিতা রমণী কেহ অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
"হা রাজ্ঞি" "হা রাজ্ঞি" রবে চীৎকারিল ঘন;
সুপ্তোত্থিত নর কেহ সে দিন নিশীথে
বিবর্তিল শয্যাপ্রান্ত চিন্তাকুল মনে।
পরদিন প্রাতঃকালে প্রাসাদভবনে

ঘনঘটারোলে শৃঙ্গ উঠিল বাজিয়া ;
বসিলেন সিংহাসনে যুবরাজ বলী ,
ঘনঘন্টারোলে শৃঙ্গ উঠিল বাজিয়া।
পড়িল আঘাত ঘন অভয়ডিণ্ডিমে ,
উল্লাসে উৎফুল্ল আঁখি বাদ্যকরগণ
স্থবাদ্যে মোহন পুরী করিল ধ্বনিত।
সুচারু পল্লবস্রজ কুসুম গুম্ফিত
শোভিল তোরণদ্বারে বিমোহিয়া চিত।
সিন্দুর রঞ্জিত ঘট মঙ্গল কলস,
পুষ্পিত কদলীবৃক্ষ, সে মঙ্গল দিনে
কিঙ্কর, কিঙ্করী দ্বারে স্থাপিলা যতনে।
উঠিল সুচারু ধ্বজ প্রাসাদ শিখরে
উজলি ললাটন্তুপ উজ্জ্বল কিরণে ,
পরিমলবাহী মন্দ প্রভাত-অনিলে
উড়িল কেতনবর পত পত রবে।
বিস্তারি বিশাল পক্ষ বৈনতেন যেন
উঠিল অম্বর পথে মহান্ উল্লাসে।

প্রিয়ম্বদা কুলবতী কোতাল রূপসী
কুসুম-শয়নে চারু বিশ্রামিছে দোঁহে।
হাসি আসি পুরবালা, গলে দিল মালা,
বিম্বের বরণহর চুম্বিল অধর।

একে একে সখিচয় কহিল সুস্বরে :—
"হও রাণী সুলক্ষণি নৃসিংহমোহিনি,
উজল প্রাসাদ, সখি, উজল বরণে ;
সুখে রাজ্য ভোগ কর পতি পত্নী দোঁহে
প্রজাপুঞ্জে পুন রঞ্জি সুশাসন গুণে।
পরায়ে প্রেমের ফাঁসি, তুমিও রূপসি,
বাঁধ সে রতনে সেনাপতি শূরে
সাধুকুলচূড়ামণি বীরের অগ্রণী।
কামের কটাক্ষ শরে ভুলাও বল্লভে
সে ধূর্ত্ত ভ্রমরে সখি মকরন্দদানে,
পালবে যতনে সদা বিস্তারি সৌরভি।
হেসে, হেসে কথা কয়ে, অমিয় বচনে,
হর, হর, সখি, হর সে জন অন্তর,
তবে গো সুখ অনন্ত প্রেমের সুখ,
লভিবে, সুচারুনেত্রি, নশ্বর জীবনে।"
হেটমুখে লজ্জাবতী রূপসী কামিনী
চাহিল চরণতলে। মুকুতা যুগল
ত্তিতি চারু গণ্ডস্থল চুম্বিল ভূতল।
ঝুলিছে লণ্ঠন ঝাড় বিবিধবরণ
সৌরকর রাশি যোগে খেলি ঝিকিমিকি।
ব্যজনী ব্যজন করে দাঁড়ায়ে নীরবে ,
ঢুলায় চামর চারু কিঙ্করী যতনে।

চন্দ্রাতপসুবিশাল ঝলিছে উপরে,
কুরেণু তুরঙ্গ, মৃগ, সিংহ, ক্রমেলক
সে মোহন চন্দ্রাতপে চিত্রিত সুরাগে।
স্তম্ভ সারি, সারি, তাহে উঠিছে বল্লরী,
সুচারু কুসুমদাম জড়িত তাহ'তে।
ঝলিয়া প্রবেশ পথে ঝুলিছে ঝালর
রজতের পিণ্ড চারু, কাঞ্চন গোলক।
আলেখ্য বিবিধরাগে বিমোহিছে চিত্ত।
কামিনী কোমল কর ধরিয়া প্রণয়ী
চুম্বিছে কমলমুখ মাতিয়া সুরতে।
কোথাও অনন্তনাগে শায়িত কেশব,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত রমা ত্রিলোকমোহিনী
বসিয়া চরণ তলে সেবিছে বল্লভে।
গোপাঙ্গনা পরিবৃত কোথাও মাধব,
শশাঙ্ক-আলোকে ব্রজে মুরলী অধরে,
নাচিছে উল্লাসভরে অশোকারিমূলে।
কোথাও শঙ্করী ধরি মোহিনী মূরতি,
ভিখারী শঙ্কর মন ভুলায় বিভ্রমে;
পিনাকী, পিনাককরে সুচারু ডমরু,
ধুতুরা শ্রবণমূলে, হাড়মালা গলে,
বিভূতি লেপন দেহে, জটাজূট শিরে,
ললাটেতে বিভাবসু, অঙ্গে বাঘছাল,

ঢুলু ঢুলু আঁখি, হেরিছে সে সুধানিধি
মহামায়া মুখচ্ছবি সুষমার সার।

(ক্রমশঃ)

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ।	পাতা	পংক্তি	শুদ্ধ।
নিশিথ	১ "	৭ "	নিশীথ।
নাশিথে	২ "	৩ "	নিশীথে।
ঐ	২ "	১৯ "	ঐ
ঐ	৮ "	১৭ "	ঐ
ঐ	৯ "	২ "	ঐ
ঐ	১১ "	৮ "	ঐ
ঐ	১৬ "	২ "	ঐ
ঐ	১৮ "	২০ "	ঐ
ঐ	১৯ "	৯ "	ঐ
ঐ	২২ "	৭ "	ঐ
ঐ	২৫ "	৭ "	ঐ
নুপুর	২ "	৮ "	নূপুর।
ভুপ	২ "	২০ "	ভূপ।
ভুপতি	৩ "	২০ "	ভূপতি।
হো হা	৪ "	২০ "	হো।
দূরিত	৭ "	১২ "	স্ফুরিত।
বাজেদ্র	৮ "	৭ "	রাজেন্দ্র।
ভুতলে	৯ "	৫ "	ভূতলে।
ভুমে	১০ "	১৯ "	ভূমে।
সময	১৩ "	১৫ "	সমব।